ফাইন্যান্স কোম্পানি আইন, ২০২১

আর্থিক প্রতিষ্ঠান আইন, ১৯৯৩ রহিতকরণপূর্বক নূতনভাবে প্রণীত আইন

যেহেতু ফাইন্যান্স কোম্পানি নিয়মতান্ত্রিকভাবে পরিচালনার জন্য আইনী কাঠামো সময়োপযোগী করাসহ কোম্পানির আর্থিক অবকাঠামো সুসংগঠিত রাখা, সুশাসন সুসংহত করা এবং উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রাখার লক্ষ্যে তৎসংক্রান্ত বিধান প্রণয়ন করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়, সেহেতু এতদ্বারা আর্থিক প্রতিষ্ঠান আইন, ১৯৯৩ (১৯৯৩ খ্রিষ্টাব্দের ২৭ নং আইন) রহিতকরণপূর্বক নূতনভাবে নিম্নরূপ আইন প্রণয়ন করা হইল:-

প্রথম খন্ড

প্রারম্ভিক

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন**-

(১) এই আইন 'ফাইন্যান্স কোম্পানি আইন, ২০২১' নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

২। **সংজ্ঞা-** বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থি কোন কিছু না থাকিলে, এই আইনে-

(১) **'অর্থায়ন ব্যবসা'** অর্থ জনসাধারণের নিকট হইতে চাহিবামাত্র পরিশোধযোগ্য নহে এইরূপ মেয়াদি আমানত গ্রহণ, ঋণ প্রদান, বিনিয়োগ ও ইজারা কার্যক্রম পরিচালনাসহ ২১ ধারায় বর্ণিত কার্যক্রমকেও বুঝাইবে;

(২) **'আর্থিক বিবরণী'** অর্থ Financial Reporting Act, 2015 এর ধারা 2(3) এ সংজ্ঞায়িত আর্থিক বিবরণী;

(৩) **'আমানত'** অর্থ সুদ বা মুনাফার ভিত্তিতে কোন আর্থিক কর্জ অথবা প্রিমিয়ামসহ পরিশোধযোগ্য ও প্রতিশ্রুতিবদ্ধ কর্জ যাহা পরিশোধের যাবতীয় শর্ত সংবলিত রশিদের মাধ্যমে গৃহীত হইবে, তবে নিম্নরূপ উৎস হইতে গৃহীত অর্থ আমানতের অন্তর্ভুক্ত হইবে না-

(ক) শেয়ার মূলধন হিসাবে গৃহীত অর্থ;

(খ) বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে নির্ধারিত অন্য যে কোন প্রতিষ্ঠান হইতে কর্জ হিসাবে গৃহীত অর্থ;

(গ) স্বাভাবিক ব্যবসায়িক কার্যক্রমের অধীনে নিম্নরূপভাবে গৃহীত অর্থ-

(অ) চুক্তি বাস্তবায়নের জন্য গৃহীত জামানত (যদি গৃহীত অর্থ সুদবিহীন হয়) অথবা সম্পত্তি হস্তান্তর বা নির্দিষ্ট অংশ মেরামতের পর হস্তান্তরিত সম্পদের বিপরীতে গৃহীত অর্থ;

(আ) ডিলারশিপ আমানত;

(ই) আর্নেস্ট মানি আমানত বা বায়নাপত্র জমা;

(ঈ) দ্রব্য বা সেবা সরবরাহ করিবার জন্য চুক্তির অধীনে গৃহীত অগ্রিম বা আংশিক পরিশোধিত অর্থ; এবং

(উ) বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক নির্ধারিত অন্য যে কোন উৎস হইতে প্রাপ্ত অর্থ।

ব্যাখ্যাঃ ইসলামী শরিয়াহ্ ভিত্তিক ফাইন্যান্স কোম্পানিসমূহের জন্য আমানতের সংজ্ঞা বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক নির্ধারিত হইবে।

(৪) **'আমানতকারী'** অর্থ নিজ অথবা অন্যের দ্বারা আমানতকৃত অর্থ ফেরত পাইবার অধিকারী কোন ব্যক্তি;

(৫) **'উল্লেখযোগ্য শেয়ারধারক'** অর্থ কোন ব্যক্তি কর্তৃক প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে, একক বা অন্যের সহিত যৌথভাবে, কোন ফাইন্যান্স কোম্পানির পরিশোধিত মূলধনের শতকরা পাঁচ ভাগের অধিক শেয়ার ধারণ;

(৬) **'ঋণ'** অর্থ-

(ক) কোন ব্যক্তিকে নিম্নরূপ উদ্দেশ্যে ঋণ বা অগ্রিম বা ইজারা প্রদান করা-

(অ) পণ্য ও সেবা সামগ্রী উৎপাদন এবং ব্যবসায়-বাণিজ্যে নিয়োজিত হইবার জন্য;

(আ) শিল্প, বাণিজ্য ও কৃষিসংক্রান্ত মূলধনি দ্রব্যাদি ক্রয় করিবার জন্য;

(ই) আবাসিক, বাণিজ্যিক ও শিল্প প্রতিষ্ঠানের জন্য স্থাপিত কোন অবকাঠামো বা অন্যান্য স্থাপনা তৈরি, পুনর্গঠন বা সংস্কারের জন্য;

(খ) ঋণগ্রহীতার অনুকূলে জামানত (Guarantee) বা নিরাপত্তা (Security) প্রদান, ইস্যু বা গ্রহণের জন্য অনুমোদিত যে কোন আর্থিক সংশ্লিষ্টতা যাহার ফলে ফাইন্যান্স কোম্পানির প্রতি গ্রাহকের দায় বর্তায়;

(গ) ইসলামী শরিয়াহ্ভিত্তিক বিনিয়োগ; এবং

(ঘ) বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক নির্ধারিত বা অনুমোদিত অন্যান্য ব্যবসায়।

(৭) **'কোম্পানি'** অর্থ কোম্পানি আইন, ১৯৯৪ এর অধীন নিবন্ধিত কোন কোম্পানি;

(৮) **'কোম্পানি আইন'** অর্থ কোম্পানি আইন, ১৯৯৪ (১৯৯৪ খ্রিষ্টাব্দের ১৮নং আইন);

(৯) **'খেলাপি ঋণগ্রহীতা'** অর্থ কোন দেনাদার যাহার নিজের বা স্বার্থসংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে প্রদত্ত ঋণ বা উহার অংশ বা উহার উপর অর্জিত সুদ বা উহার মুনাফা বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিপত্র অনুযায়ী মেয়াদোত্তীর্ণ হইবার পর ৬ (ছয়) মাস অতিবাহিত হইয়াছে;

(১০) **'চাহিবা মাত্র পরিশোধযোগ্য'** অর্থ এমন আর্থিক দায় যাহা চাহিবা মাত্র অবশ্যই পরিশোধ করিতে হইবে;

(১১) **'দেনাদার'** অর্থ ঋণ গ্রহণ, লাভ-ক্ষতির ভাগাভাগি, খরিদ বা ইজারার ভিত্তিতে বা অন্য কোনভাবে আর্থিক সুযোগ সুবিধা গ্রহণকারী কোন ব্যক্তি এবং জামিনদার;

(১২) **'পরিচালক'** অর্থ ফাইন্যান্স কোম্পানির পর্ষদে পরিচালক পদে আসীন যে কোন ব্যক্তি, তিনি যে নামেই অভিহিত হউন না কেন, অন্তর্ভুক্ত হইবেন এবং এমন ব্যক্তিকেও বুঝাইবে যাহার নির্দেশ বা আদেশে কোন ফাইন্যান্স কোম্পানির পরিচালক কোন দায়িত্ব পালন করেন এবং বিকল্প ও স্থলাভিষিক্ত পরিচালকও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবেন।

(১৩) **'পরিবার'** অর্থ কোন ব্যক্তির (Natural Person) স্ত্রী বা স্বামী, পিতা, মাতা, পুত্র, কন্যা, ভাই, বোন, জামাতা, পুত্রবধূ, শ্বশুর, শাশুড়ি ও তাহার উপর নির্ভরশীল সকলকে বুঝাইবে;

(১৪) **'পাওনাদার'** অর্থ আমানত প্রদানকারী বা লাভ-ক্ষতির ভিত্তিতে অর্থ গচ্ছিত রাখিয়াছেন এমন ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান এবং লাভ-ক্ষতির ভাগাভাগি, ভাড়ায় খরিদ বা ইজারার ভিত্তিতে বা অন্য কোনভাবে আর্থিক সুযোগ সুবিধা বা সেবা প্রদানকারী বা অর্থলগ্নীকারী ব্যক্তি;

(১৫) **'ফাইন্যান্স কোম্পানি'** অর্থ এই আইনের ধারা ৪ এর অধীন বাংলাদেশ ব্যাংক হইতে লাইসেন্স প্রাপ্ত কোম্পানি;

(১৬) **'বৎসর'** অর্থ ৩১ ডিসেম্বর তারিখে সমাপ্ত পঞ্জিকা বৎসর;

(১৭) **'বাংলাদেশ ব্যাংক'** অর্থ The Bangladesh Bank Order, 1972 (P.O. No.127 of 1972) এর অধীন স্থাপিত বাংলাদেশ ব্যাংক (Bangladesh Bank);

(১৮) **'বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন'** অর্থ বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন আইন, ১৯৯৩ এর ধারা ৩ এর অধীন গঠিত কমিশন;

(১৯) **'বিশেষায়িত আর্থিক প্রতিষ্ঠান'** অর্থ অন্য কোন বিশেষ আইন বা অধ্যাদেশের অধীন স্থাপিত বা গঠিত আর্থিক প্রতিষ্ঠান;

(২০) **'বীমা কোম্পানি'** অর্থ বীমা আইন, ২০১০ এর অধীন নিবন্ধিত কোন বীমা কোম্পানি;

(২১) **'ব্যক্তি'** অর্থ-

(ক) প্রাকৃতিক ব্যক্তিসত্তা বিশিষ্ট একজন ব্যক্তি (Natural Person);

(খ) ব্যক্তি মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান;

(গ) অংশীদারি কারবার;

(ঘ) কোম্পানি; এবং

(ঙ) সংঘ, সংস্থা ও সমিতি।

(২২) **'ব্যাংক কোম্পানি'** অর্থ ব্যাংক কোম্পানি আইন, ১৯৯১ এর অধীন স্থাপিত ব্যাংক কোম্পানি;

(২৩) **'বাৎসরিক প্রতিবেদন'** অর্থ Financial Reporting Act, 2015 এর ধারা 2(22)-এ সংজ্ঞায়িত বাৎসরিক প্রতিবেদন।

(২৪) **'লাইসেন্স'** অর্থ এই আইনের ধারা ৪ এর অধীনে প্রদত্ত লাইসেন্স;

(২৫) **'সিকিউরিটিজ'** বলিতে Securities and Exchange Ordinance, 1969 এ ব্যবহৃত সংজ্ঞায়িত সিকিউরিটিজকে বুঝাইবে;

(২৬) **'ইচ্ছাকত খেলাপি ঋণগ্রহীতা'** (Willful Defaulter) অর্থ কোন **'খেলাপি ঋণগ্রহীতা'**, যিনি বা যাহা-

(ক) নিজের বা স্বার্থসংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে প্রদত্ত ঋণ বা উহার অংশ বা উহার উপর অর্জিত সুদ বা উহার মুনাফা তাহার সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক জারিকৃত নির্দেশনা অনুযায়ী পরিশোধ না করেন; বা

(খ) জাল-জালিয়াতি, প্রতারণা ও মিথ্যা তথ্য প্রদানের মাধ্যমে অস্তিত্ববিহীন প্রতিষ্ঠান বা কোম্পানির নামে ঋণ গ্রহণ করেন; বা

(গ) যে উদ্দেশ্যে ঋণ প্রদান করা হইয়াছিল সেই উদ্দেশ্য ব্যতীত অন্য কোন উদ্দেশ্যে উক্ত ঋণ বা ঋণের অংশ ব্যবহার বা স্থানান্তর (Siphon off) করেন; বা

(ঘ) ঋণের বিপরীতে প্রদত্ত জামানত ঋণ প্রদানকারী ফাইন্যান্স কোম্পানির অজ্ঞাতে হস্তান্তর বা স্থানান্তর করেন।

ব্যাখ্যাঃ উপধারা ৯ ও ২৬ এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, কোন ব্যক্তি বা ক্ষেত্রমতে, প্রতিষ্ঠান বা কোম্পানি অন্য কোন প্রতিষ্ঠান বা কোম্পানির পরিচালক না হইলে অথবা উক্ত কোম্পানিতে তাহার বা উহার শেয়ারের অংশ শতকরা বিশ শতাংশ বা উহার অধিক না হইলে, অথবা উক্ত প্রতিষ্ঠানের ঋণের জামিনদাতা না হইলে উক্ত কোম্পানি স্বার্থ সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান বলিয়া গণ্য হইবে না।

৩। **আইনের প্রযোজ্যতা-**

(১) এই আইনের বিধানাবলি, উহাতে ভিন্নরূপ কোন কিছু না থাকিলে, কোম্পানি আইন, ১৯৯৪ (১৯৯৪ খ্রিষ্টাব্দের ১৮ নং আইন) সহ আপাতত বলবৎ অন্য কোন আইনের অতিরিক্ত এবং উহার হানিকর নহে বলিয়া গণ্য হইবে। তবে শর্ত থাকে যে, এই আইনের কোন বিধানের সাথে কোম্পানি আইনসহ আপাতত বলবৎ অন্য কোন আইনের মধ্যে বিরোধ হইলে এই আইনের বিধানাবলী প্রাধান্য পাইবে।

(২) এই আইনের কোন কিছুই বিশেষায়িত আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে না; তবে সরকার প্রয়োজন মনে করিলে এই আইনের যেকোন ধারা সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা যে কোন অথবা সকল বিশেষায়িত আর্থিক প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করিতে পারিবে।

(৩) কোন ফাইন্যান্স কোম্পানির সংঘ-স্মারক, সংঘ-বিধি, উহার সম্পাদিত কোন চুক্তি, সাধারণ বা পরিচালক পর্ষদের সভায় গৃহীত কোন প্রস্তাবে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, উক্ত সংঘ-স্মারক, সংঘ-বিধি, চুক্তি বা প্রস্তাবের যতটুকু এই আইনের সহিত অসামঞ্জস্যপূর্ণ থাকিবে ততটুকু বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে।

দ্বিতীয় খণ্ড

ফাইন্যান্স কোম্পানির লাইসেন্স ও ব্যবসায় কেন্দ্র স্থাপন

৪। ফাইন্যান্স কোম্পানির লাইসেন্স-

(১) নিম্নরূপ শর্ত সাপেক্ষে বাংলাদেশে ফাইন্যান্স কোম্পানি হিসেবে অর্থায়ন ব্যবসা ও ফাইন্যান্স কোম্পানির ব্যবসা পরিচালনা করা যাইবে-

(ক) অর্থায়ন ব্যবসা অথবা ফাইন্যান্স কোম্পানির ব্যবসার উদ্দেশ্যে বাংলাদেশে একটি পাবলিক কোম্পানি হিসাবে নিবন্ধিত হইতে হইবে; এবং

(খ) বাংলাদেশ ব্যাংক হইতে এই আইনের অধীনে লাইসেন্স প্রাপ্ত হইতে হইবে।

(২) উপধারা ১ এ উল্লিখিত কোন পাবলিক কোম্পানি যদি বাংলাদেশে অর্থায়ন ব্যবসা ও ফাইন্যান্স কোম্পানির ব্যবসা পরিচালনা করিতে ইচ্ছুক হয় তবে সেইসব ব্যবসা শুরুর পূর্বে বাংলাদেশ ব্যাংক বরাবর এই আইনের অধীন লাইসেন্সের জন্য লিখিত আবেদন করিবে।

(৩) এই ধারার অধীন লাইসেন্স প্রদানের পূর্বে বাংলাদেশ ব্যাংককে প্রস্তাবিত ফাইন্যান্স কোম্পানির নিম্নরূপ বিষয়ে সন্তুষ্ট হইতে হইবে, যথা-

(ক) আর্থিক অবস্থা;

(খ) ব্যবস্থাপনার বৈশিষ্ট্য;

(গ) মূলধন কাঠামোর পর্যাপ্ততা ও উপার্জনের সম্ভাব্যতা;

(ঘ) সংঘ-স্মারকে উল্লিখিত উদ্দেশ্যাবলি; এবং

(ঙ) জনস্বার্থ।

(৪) উপধারা ১ এর অধীনে লাইসেন্স প্রদানের সময় বাংলাদেশ ব্যাংক উহার বিবেচনায় সংগত যে কোন শর্ত আরোপ করিতে পারিবে এবং লাইসেন্স প্রদানের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাংকের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

(৫) বাংলাদেশ ব্যাংক যে কোন সময় ফাইন্যান্স কোম্পানির লাইসেন্সের শর্ত সংযোজন, বিয়োজন বা পরিমার্জন করিতে পারিবে।

(৬) ফাইন্যান্স কোম্পানির লাইসেন্স প্রদানের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাংক উদ্যোক্তা শেয়ারধারকগণের প্রয়োজনীয় সকল তথ্য সংগ্রহ করিবে।

(৭) এই আইনের অধীনে লাইসেন্স প্রাপ্ত ফাইন্যান্স কোম্পানি ব্যতীত অন্য কেহ উহার নামের অংশ হিসাবে ফাইন্যান্স কোম্পানি বা লিজিং কোম্পানি বা অনুরূপ শব্দের ব্যবহার করিতে পারিবে না; তবে ফাইন্যান্স

কোম্পানি কর্তৃক গঠিত সাবসিডিয়ারি কিংবা ফাইন্যান্স কোম্পানিসমূহের পারস্পরিক স্বার্থ রক্ষার উদ্দেশ্যে গঠিত কোন সংস্থার ক্ষেত্রে এই উপধারার বিধান প্রযোজ্য হইবে না।

৫। ফাইন্যান্স কোম্পানির তালিকা প্রকাশ- এই আইনের অধীন কোন ফাইন্যান্স কোম্পানিকে লাইসেন্স প্রদানের অব্যবহিত পর বাংলাদেশ ব্যাংক উক্ত কোম্পানির নাম ও ঠিকানা প্রজ্ঞাপন দ্বারা এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করিবে।

৬। নতুন ব্যবসায় কেন্দ্র স্থাপন ও বিদ্যমান ব্যবসায় কেন্দ্র স্থানান্তর-

(১) বাংলাদেশ ব্যাংকের লিখিত পূর্বানুমোদন ব্যতিরেকে কোন ফাইন্যান্স কোম্পানি বাংলাদেশের অভ্যন্তরে বা বাংলাদেশের বাহিরে কোথাও উহার কোন ব্যবসায় কেন্দ্র বা অফিস খুলিতে পারিবে না এবং বিদ্যমান ব্যবসায় কেন্দ্র বা অফিসের স্থান পরিবর্তন করিতে পারিবে না।

ব্যাখ্যাঃ এই উপধারার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, ব্যবসায় কেন্দ্র বলিতে উহার শাখা, বুথ বা বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক নির্ধারিত যে কোন স্থানকে বুঝাইবে।

(২) নতুন ব্যবসায় কেন্দ্রকে অনুমতি প্রদানের ক্ষেত্রে এই আইনের ধারা ৪(৩) এ বর্ণিত বিষয়সমূহ বিবেচনা করা হইবে।

৭। লাইসেন্স বাতিলকরণ-

(১) এই আইনের অধীন প্রদত্ত ফাইন্যান্স কোম্পানির লাইসেন্স বাংলাদেশ ব্যাংক নিম্নবর্ণিত কারণে বাতিল করিতে পরিবে, যথা :

(ক) লাইসেন্সের কোন শর্ত ভঙ্গ;
(খ) লাইসেন্স প্রাপ্তির ক্ষেত্রে মিথ্যা বা বিভ্রান্তিকর তথ্য বা দলিল সরবরাহ;
(গ) লাইসেন্স প্রাপ্তির ছয় মাসের মধ্যে ব্যবসায় শুরু করিতে ব্যর্থতা;
(ঘ) আমানতকারীদের স্বার্থহানি হয় এইরূপভাবে ব্যবসায় পরিচালনা;
(ঙ) আমানতকারীদের দায় পরিশোধে কোম্পানির সম্পদের অপর্যাপ্ততা;
(চ) ন্যূনতম সংরক্ষিতব্য মূলধন অপেক্ষা কম মূলধন সংরক্ষণ করিয়া ব্যবসায় পরিচালনা;
(ছ) যে কার্যক্রম পরিচালনার জন্য কোম্পানি প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছিল সেই কার্যক্রম পরিচালনা না করিলে;
(জ) আদালত কর্তৃক দন্ডিত হইলে; এবং
(ঝ) বাংলাদেশ ব্যাংকের অনুমতি ব্যতিরেকে কার্যক্রম বন্ধ রাখিলে।

(২) উপধারা ১ এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, ফাইন্যান্স কোম্পানির লাইসেন্স বাতিল করিবার পূর্বে অনূর্ধ্ব পনের দিনের লিখিত নোটিশ প্রদান করিতে হইবে।

(৩) কোন ফাইন্যান্স কোম্পানির লাইসেন্স বাতিল করা হইলে উহা লিখিতভাবে সংশ্লিষ্ট ফাইন্যান্স কোম্পানিকে অবহিত করিতে হইবে এবং বাতিলকরণের নোটিশ প্রজ্ঞাপন দ্বারা ও বাংলাদেশ ব্যাংকের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করিতে হইবে।

(৪) উপধারা ৩ এর অধীনে বাতিলকরণের নোটিশ প্রকাশিত হইবার তারিখ হইতে সংশ্লিষ্ট ফাইন্যান্স কোম্পানি, কোন আর্থিক লেনদেন করিতে পারিবে না। তবে বাংলাদেশ ব্যাংকের পূর্বানুমোদন সাপেক্ষে শুধুমাত্র প্রশাসনিক কার্যক্রম সম্পাদন করিতে পারিবে।

(৫) উপধারা ৪ এর বিধান কোন ফাইন্যান্স কোম্পানির উপর কোন ব্যক্তির অধিকার বা দাবির কার্যকরকরণ অথবা কোন ব্যক্তির উপর কোন ফাইন্যান্স কোম্পানির অধিকার বা দাবির কার্যকরকরণ ক্ষুণ্ন করিবে না।

তৃতীয় খণ্ড

মূলধন, তরল সম্পদ সংরক্ষণ, শেয়ার ধারণ ইত্যাদি

৮। **মূলধন ও সংবিধিবদ্ধ সঞ্চিতি সংরক্ষণ-** এই আইনের অধীনে লাইসেন্স প্রাপ্ত প্রত্যেক ফাইন্যান্স কোম্পানি বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক নির্ধারিত পরিমাণে, হারে এবং পন্থায় মূলধন ও সংবিধিবদ্ধ সঞ্চিতি সংরক্ষণ করিবে।

৯। **নগদ তহবিল ও তরল সম্পদ সংরক্ষণ-**

(১) প্রত্যেক ফাইন্যান্স কোম্পানি বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক সময়ে সময়ে নির্ধারিত পরিমাণে, হারে এবং পন্থায় আমানত ও দায়ের বিপরীতে নগদ তহবিল ও তরল সম্পদ সংরক্ষণ করিবে।

(২) উপধারা ১ এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে,

(ক) **'নগদ তহবিল'** বলিতে বাংলাদেশ ব্যাংকের বিভিন্ন অফিসের সাথে চলতি হিসাবে রক্ষিত দায়মুক্ত নগদ অর্থ বুঝাইবে।

(খ) **'তরল সম্পদ'** বলিতে-

(১) বাংলাদেশ ব্যাংকে রক্ষিতব্য নগদ তহবিলের অতিরিক্ত স্থিতি;

(২) ব্যাংক ও ফাইন্যান্স কোম্পানিসমূহে রক্ষিত দায়মুক্ত স্থিতি;

(৩) বাংলাদেশে কল মানি মার্কেটে বিনিয়োগকৃত অর্থের পরিমাণ;

(৪) ট্রেজারি বিল ও ট্রেজারি বন্ডে দায়মুক্ত বিনিয়োগের পরিমাণ; এবং

(৫) বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক নির্ধারিত অন্যান্য সম্পদকেও বুঝাইবে।

১০। **ফাইন্যান্স কোম্পানির শেয়ার ধারণ ও হস্তান্তর**-

(১) কোন ব্যক্তি বা তাহার স্বার্থসংশ্লিষ্ট ও নিয়ন্ত্রণাধীন কোন প্রতিষ্ঠান বা কোম্পানি, পৃথক সত্তা থাকা সত্ত্বেও একই গ্রুপভুক্ত প্রতিষ্ঠান বা কোম্পানি কিংবা একই পরিবারের সদস্য প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে, একক বা যৌথ বা উভয়ভাবে কোন ফাইন্যান্স কোম্পানির শতকরা পনেরো ভাগের বেশি শেয়ার ক্রয় করিবে না। তবে বিদেশি ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ফাইন্যান্স কোম্পানির শেয়ার ধারণের সর্বোচ্চ সীমা বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক নির্ধারিত হইবে।

তবে শর্ত থাকে যে,

(ক) কোন ফাইন্যান্স কোম্পানি অন্য কোন ফাইন্যান্স কোম্পানি বা ব্যাংক কোম্পানির উল্লেখযোগ্য শেয়ারধারক হইতে পারিবে না।

(খ) কোন ব্যক্তি বা তাহার স্বার্থসংশ্লিষ্ট ও নিয়ন্ত্রণাধীন কোন প্রতিষ্ঠান বা কোম্পানি, পৃথক সত্তা থাকা সত্ত্বেও একই গ্রুপভুক্ত প্রতিষ্ঠান বা কোম্পানি কিংবা একই পরিবারের সদস্য প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে, একক বা যৌথ বা উভয়ভাবে কোন ফাইন্যান্স কোম্পানির উল্লেখযোগ্য শেয়ারধারক হইলে অন্য কোন ফাইন্যান্স কোম্পানি বা ব্যাংক কোম্পানির উল্লেখযোগ্য শেয়ারধারক হইতে পারিবে না।

ব্যাখ্যা :

(অ) 'পৃথক সত্তা' বলিতে এইরূপ প্রতিষ্ঠানকে বুঝাইবে যাহা পাবলিক কোম্পানি এবং যাহার পাবলিক শেয়ারের পরিমাণ মোট শেয়ারের শতকরা পঞ্চাশ ভাগের বেশি।

(আ) 'স্বার্থসংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান' বলিতে এই আইনের ধারা ২(২৬) এর ব্যাখ্যা এবং 'গ্রুপ' বলিতে এই আইনের ধারা ২৫(১) এর ব্যাখ্যা প্রযোজ্য হইবে।

(২) কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে, একক বা যৌথভাবে কোন ফাইন্যান্স কোম্পানির শতকরা পাঁচ ভাগ বা উহার অধিক শেয়ার ধারণ বা হস্তান্তর করিবার পূর্বে বাংলাদেশ ব্যাংকের অনাপত্তি গ্রহণ করিবে।

(৩) কোন ফাইন্যান্স কোম্পানি কর্তৃক যাচিত হইলে শেয়ার ক্রয়ের সময় ক্রেতা এই মর্মে ঘোষণাপত্র দাখিল করিবেন যে, তিনি অন্যের মনোনীত ব্যক্তি হিসাবে বা বেনামিতে শেয়ার ক্রয় করিতেছেন না এবং ইতঃপূর্বে বেনামিতে উক্ত ফাইন্যান্স কোম্পানির কোন শেয়ার ক্রয় করেন নাই।

(৪) উপধারা ৩ এর অধীন দাখিলকৃত ঘোষণাপত্রের বিষয়বস্তু মিথ্যা প্রমাণিত হইলে সংশ্লিষ্ট কোম্পানিতে ঘোষণাকারীর সকল শেয়ার বাংলাদেশ ব্যাংকের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত হইবে।

(৫) এই আইন কার্যকর হইবার দুই বৎসরের মধ্যে উপধারা ১ এর বিধান মোতাবেক শেয়ার ধারণ ও সংরক্ষণ নিশ্চিত করিতে হইবে। উক্ত শেয়ার ধারণ ও সংরক্ষণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট শেয়ারধারক নির্ধারিত শেয়ারের অতিরিক্ত শেয়ার তাঁর পরিবারের সদস্য নন এবং উক্ত ফাইন্যান্স কোম্পানিতে সর্বোচ্চ সীমার শেয়ার ধারণ করেন না এমন ব্যক্তির নিকট হস্তান্তর করিবেন ।

(৬) উপধারা ৫ এর বিধান পালনে ব্যর্থ হইলে উক্ত অতিরিক্ত শেয়ার সরকার বা সরকার কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে নির্দিষ্টকৃত কোন প্রতিষ্ঠানে ন্যস্ত হইবে এবং সরকার বা সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান উক্ত শেয়ারের জন্য উহার অভিহিত মূল্য এবং বাজার মূল্যের মধ্যে যাহা কম তাহা পরিশোধ করিবে।

(৭) এই ধারার কোন কিছুই সরকার মালিকানাধীন ফাইন্যান্স কোম্পানির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে না।

১১। **অনাদায়ি মূলধন দায়যুক্তকরণ-** কোন ফাইন্যান্স কোম্পানি উহার কোন অনাদায়ি মূলধনকে দায়যুক্ত করিবে না এবং এইরূপে দায়যুক্ত করা হইলে উহা অবৈধ বলিয়া গণ্য হইবে।

১২। **সম্পদকে অনির্দিষ্ট দায়যুক্তকরণ (Floating charge)-** আমানতকারীদের স্বার্থের পরিপন্থি হইবে না, এই মর্মে বাংলাদেশ ব্যাংকের লিখিত প্রত্যয়নপত্র ব্যতীত, কোন ফাইন্যান্স কোম্পানি উহার কোন কার্য বা সম্পত্তিকে বা উহার কোন অংশকে অনির্দিষ্ট দায়যুক্ত করিবে না এবং এইরূপ করিলে তাহা অবৈধ হইবে।

১৩। **লভ্যাংশ প্রদান-** কোন ফাইন্যান্স কোম্পানি উহার শেয়ারের উপর কোন নগদ লভ্যাংশ প্রদান করিবে না, যদি-

(১) উহার প্রাথমিক ব্যয়, সাংগঠনিক ব্যয়, শেয়ার বিক্রি ও এজেন্ট কমিশন, লোকসান এবং অন্যান্য ব্যয় যাহা মূলধনে পরিণত হইয়াছে, এইরূপ সকল ব্যয় সম্পূর্ণরূপে অবলোপন করা না হইয়া থাকে; এবং

(২) উহা বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক নির্ধারিত মূলধন সংরক্ষণে ব্যর্থ হয়।

চতুর্থ খন্ড

ফাইন্যান্স কোম্পানির ব্যবস্থাপনা

১৪। **পরিচালক পর্ষদ-** এই আইনে বা বর্তমানে বলবৎ অন্য কোন আইনে অথবা কোন ফাইন্যান্স কোম্পানির সংঘ-স্মারক বা সংঘ-বিধিতে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, অন্যূন ৩ (তিন) জন স্বতন্ত্র পরিচালকসহ কোন ফাইন্যান্স কোম্পানির পরিচালক সংখ্যা ১৫ (পনেরো) জনের অধিক হইবে না:

তবে শর্ত থাকে যে, এই ধারার বিধান তালিকাভুক্ত ফাইন্যান্স কোম্পানির স্বতন্ত্র পরিচালক নিয়োগের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের কর্তৃত্বকে ক্ষুণ্ন করিবে না।

ব্যাখ্যাঃ "স্বতন্ত্র পরিচালক" বলিতে এইরূপ ব্যক্তিকে বুঝাইবে যিনি ফাইন্যান্স কোম্পানির ব্যবস্থাপনা এবং শেয়ারধারক হইতে স্বাধীন এবং যিনি কেবলমাত্র ফাইন্যান্স কোম্পানির স্বার্থে স্বীয় মতামত প্রদান করিবেন এবং ফাইন্যান্স কোম্পানির সহিত কিংবা ফাইন্যান্স কোম্পানি সংশ্লিষ্ট কোন ব্যক্তির সহিত যাহার অতীত, বর্তমান বা ভবিষ্যৎ কোন প্রকৃত স্বার্থ কিংবা দৃশ্যমান স্বার্থের বিষয় জড়িত নাই।

১৫। **পরিচালক নিয়োগ-**

(১) কোন পরিবারের সদস্যগণ সমষ্টিগতভাবে কোন ফাইন্যান্স কোম্পানির-

(ক) শতকরা পাঁচ ভাগের অধিক শেয়ারের অধিকারী হইলে উক্ত পরিবারের সদস্যগণের মধ্য হইতে অনধিক ২ (দুই) জন পরিচালক থাকিতে পারিবেন; এবং

(খ) ন্যূনতম শতকরা দুই ভাগ কিন্তু অনধিক শতকরা পাঁচ ভাগ শেয়ারের অধিকারী হইলে উক্ত পরিবারের সদস্যগণের মধ্য হইতে ১ (এক) জন পরিচালক থাকিতে পারিবেন।

তবে শর্ত থাকে যে, বিদেশি শেয়ার-হোল্ডার কর্তৃক শেয়ার ধারণের বিপরীতে পরিচালকের সংখ্যা বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক নির্ধারিত হইবে।

(২) ফাইন্যান্স কোম্পানির কোন পরিচালক একই সময়ে অন্য কোন ফাইন্যান্স কোম্পানি বা ব্যাংক কোম্পানি বা বীমা কোম্পানির পরিচালক থাকিবেন না এবং তাহার পক্ষে অন্য কাউকে অন্য কোন ফাইন্যান্স কোম্পানি বা ব্যাংক কোম্পানি বা বীমা কোম্পানির পর্ষদে পরিচালক নিয়োগ করিতে পারিবেন না।

(৩) কোন ব্যক্তি কোন ফাইন্যান্স কোম্পানি কর্তৃক পরিচালক, ব্যবস্থাপনা পরিচালক বা প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা নিযুক্ত হইবার যোগ্য হইবেন না, যদি-

(ক) তাহার বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক নির্ধারিত ব্যবস্থাপনা বা ব্যবসায়িক বা পেশাগত অভিজ্ঞতা ও শিক্ষাগত যোগ্যতা না থাকে;

(খ) তিনি ফৌজদারি অপরাধে দন্ডিত হন;

(গ) তিনি সরকারের কোন সংস্থা বা বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক সম্পাদিত তদন্ত প্রতিবেদন অনুযায়ী জাল-জালিয়াতি, আর্থিক অপরাধ বা অন্যবিধ অবৈধ কর্মকাণ্ডের সহিত জড়িত ছিলেন বা থাকেন;

(ঘ) তাহার সম্পর্কে কোন দেওয়ানি বা ফৌজদারি মামলায় আদালতের রায়ে কোন বিরূপ পর্যবেক্ষণ বা মন্তব্য থাকে;

(ঙ) তিনি আর্থিক খাত সংশ্লিষ্ট কোন নিয়ন্ত্রক সংস্থার বিধিমালা, প্রবিধান বা নিয়ামাচার লঙ্ঘনজনিত দণ্ডে দন্ডিত হন;

(চ) তিনি এমন কোন কোম্পানি বা প্রতিষ্ঠানের সহিত যুক্ত থাকেন, যাহার নিবন্ধন বা লাইসেন্স বাতিল করা হইয়াছে বা প্রতিষ্ঠানটি অবসায়িত হইয়াছে;

(ছ) তিনি বা তাহার স্বার্থসংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান ঋণ খেলাপি হন; এবং

(জ) তিনি কোন সময় আদালত কর্তৃক দেউলিয়া ঘোষিত হন।

(৪) কোন ব্যক্তি কোন ফাইন্যান্স কোম্পানির পরিচালক থাকা অবস্থায় তাহার স্বার্থসংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান বা কোম্পানি যাহার কোন পৃথক সত্তা নাই তাহার পক্ষে আর কোন পরিচালক উক্ত ফাইন্যান্স কোম্পানির পর্ষদে নিযুক্ত হইতে পারিবেন না।

ব্যাখ্যা : ‘পৃথক সত্তা’ বলিতে এই আইনের ধারা ১০(১) এর ব্যাখ্যা (অ) এ প্রদত্ত সংজ্ঞা প্রযোজ্য হইবে।

(৫) ফাইন্যান্স কোম্পানির এমন কোন পরিচালক থাকিবেন না, যিনি-

(ক) উক্ত কোম্পানির বহিঃহিসাব নিরীক্ষক, আইন উপদেষ্টা, উপদেষ্টা, পরামর্শক, বেতনভুক কর্মচারী বা অন্য কোনভাবে লাভজনক পদের দায়িত্বে নিয়োজিত রহিয়াছেন; এবং

(খ) এমন কোন কোম্পানির বা কতিপয় কোম্পানির পরিচালক যে কোম্পানি বা কোম্পানিসমূহ একত্রে উক্ত ফাইন্যান্স কোম্পানির মোট শেয়ারের বিপরীতে মোট ভোটের পনেরো শতাংশের অধিক ভোট প্রদানের অধিকারী।

(৬) উপধারা ১ এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, ফাইন্যান্স কোম্পানির কোন পরিচালককে পদত্যাগ করিতে হইলে পরিচালকগণের মধ্য হইতে কোন পরিচালক উক্ত পদ ত্যাগ করিবেন তাহা পারস্পরিক সমঝোতার মাধ্যমে নির্ধারিত হইবে; কোন সমঝোতায় উপনীত হইতে ব্যর্থ হইলে পরিচালক পর্ষদের সভায় লটারি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে তাহা নির্ধারিত হইবে।

(৭) এই আইন কার্যকর হইবার পর হইতে ফাইন্যান্স কোম্পানির পরিচালক নির্বাচন বা মনোনয়নের পর ক্ষেত্রমত নিযুক্তি বা পদায়ন বা পুনঃনিযুক্তি বা পুনঃপদায়নের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাংকের পূর্বানুমোদন গ্রহণ করিতে হইবে এবং এইরূপ নিযুক্ত বা পুনঃনিযুক্ত বা পদায়নকৃত পরিচালককে বাংলাদেশ ব্যাংকের পূর্বানুমোদন ব্যতিরেকে তাহার পদ হইতে অব্যাহতি দেওয়া, বরখাস্ত করা বা অপসারণ করা যাইবে না।

(৮) পরিচালকের যোগ্যতা, পরিচালকের নির্বাচন বা মনোনয়ন ও নিযুক্তি বা পদায়ন পদ্ধতি, পর্ষদের গঠন, বিকল্প ও স্বতন্ত্র পরিচালকের নিয়োগ ইত্যাদি বিষয়ে বাংলাদেশ ব্যাংক সময়ে সময়ে নির্দেশনা প্রদান করিবে।

১৬। পরিচালক পদের মেয়াদ-

(১) আপাতত বলবৎ অন্য কোন আইনে ভিন্নরূপ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই আইন কার্যকর হইবার পর ফাইন্যান্স কোম্পানির পরিচালক পদের মেয়াদ হইবে সর্বোচ্চ তিন বৎসর।

(২) কোন পরিচালক একাদিক্রমে তিন মেয়াদের অধিক উক্ত পদে অধিষ্ঠিত থাকিতে পারিবেন না। তবে একাদিক্রমে তিন মেয়াদে পরিচালক পদে অধিষ্ঠিত থাকিলে তৃতীয় মেয়াদ শেষ হইবার তারিখ হইতে পরবর্তী তিন বৎসর অতিবাহিত হইবার পর তিনি উক্ত কোম্পানির পরিচালক পদে পুনঃনির্বাচিত হইবার যোগ্য হইবেন।

(৩) উপধারা ১ এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই আইন কার্যকরের অব্যবহিত পূর্বে কোন ব্যক্তি একাদিক্রমে তিন মেয়াদ বা নয় বৎসর পরিচালক পদে অধিষ্ঠিত থাকিলে এই আইন কার্যকর হইবার সাথে সাথে তাহার পদ শুন্য হইবে। তবে পরিচালনা পর্ষদের সভার কোরাম পূরণের জন্য যেই সংখ্যক পরিচালকের প্রয়োজন বাংলাদেশ ব্যাংক স্বীয় বিবেচনায় সেই সংখ্যক পরিচালককে নতুন পরিচালক নিয়োগ না হওয়া পর্যন্ত পরিচালকের দায়িত্বে বহাল রাখিতে পারিবে।

(৪) ঋণ প্রদানকারী ফাইন্যান্স কোম্পানি বা ব্যাংকের পরিচালক পর্ষদের সম্মতি ব্যতীত দেনাদার ফাইন্যান্স কোম্পানির কোন পরিচালকের পদত্যাগ কার্যকর হইবে না এবং উপধারা ১, ২ ও ৩ মোতাবেক কোন ফাইন্যান্স কোম্পানির পরিচালক নির্দিষ্ট মেয়াদান্তে পরিচালক হিসাবে অধিষ্ঠিত না থাকিলেও উক্ত দেনা নিয়মিত না হওয়া পর্যন্ত খেলাপি হিসাবে চিহ্নিত থাকিবেন।

ব্যাখ্যা : এই ধারার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, কোন একটি মেয়াদের অংশবিশেষ পূর্ণ মেয়াদ হিসাবে গণ্য হইবে।

১৭। পরিচালক পদ শূন্য হওয়া-

(১) নিম্নবর্ণিত এক বা একাধিক কারণে ফাইন্যান্স কোম্পানির কোন পরিচালকের পদ শূন্য হইবে যদি তিনি বা তাহার দ্বারা-

(ক) 'খেলাপি ঋণগ্রহীতা' হিসাবে চিহ্নিত হন বা জামিনদার হিসাবে তাহার নিকট পাওনা পরিশোধে ব্যর্থ হন;

(খ) সরকারি পরিষেবা বাবদ প্রদেয় বিল বা সরকারের পাওনা পরিশোধ করিতে ব্যর্থ হন;

(গ) তাহার উপর অর্পিত দায়িত্ব পালনে অবহেলার কারণে কোম্পানীর আর্থিক ক্ষতি বা কোনরুপ স্বার্থহানি হয়;

তবে শর্ত থাকে যে, উপরোল্লেখিত ব্যর্থতার বিষয়ে বাংলাদেশ ব্যাংক নোটিশ দ্বারা পরিশোধযোগ্য পাওনা পরিশোধ বা সম্পাদনযোগ্য কর্তব্য সম্পাদন করিতে নির্দেশ প্রদান করিবে এবং এইরূপ নির্দেশনা পাইবার দুই মাসের মধ্যে তিনি তাহা পরিশোধে বা সম্পাদনে ব্যর্থ হইলে অবিলম্বে ঐ পরিচালকের পদ শূন্য হইবে।

(২) এই ধারার অধীনে কোন পরিচালকের পদ শূন্য হইলে তাহার নিকট প্রাপ্য টাকা সংশ্লিষ্ট ফাইন্যান্স কোম্পানিতে বা ব্যাংকে তাহার শেয়ার সমন্বয়ের মাধ্যমে আদায় করা হইবে এবং এইরূপে সমন্বয়ের পর যাহা বকেয়া থাকিবে তাহা সরকারি পাওনা হিসাবে গণ্য হইবে এবং Public Demands Recovery Act, 1913 (Ben. Act III of 1913) এর অধীনে আদায়যোগ্য হইবে।

(৩) উপধারা ১ এর অধীনে কোন পরিচালকের পদ শূন্য হইলে তিনি সংশ্লিষ্ট ফাইন্যান্স কোম্পানি বা ব্যাংক কোম্পানির প্রাপ্য সম্পূর্ণ টাকা পরিশোধ করিবার তারিখ হইতে তিন বৎসরের মধ্যে কোন ফাইন্যান্স কোম্পানি বা ব্যাংক কোম্পানি বা বীমা কোম্পানির পরিচালক হইতে পারিবেন না, তবে 'ইচ্ছাকৃত খেলাপি ঋণগ্রহীতা' হিসাবে চিহ্নিত হইলে তিনি ভবিষ্যতে কোন ফাইন্যান্স কোম্পানি বা ব্যাংক কোম্পানি বা বীমা কোম্পানির পরিচালক হইতে পারিবেন না।

(৪) উপধারা ১ এর অধীন ফাইন্যান্স কোম্পানির কোন পরিচালক নোটিশ প্রাপ্ত হইলে তাহার নিকট প্রাপ্য সমুদয় পাওনা পরিশোধিত না হওয়া পর্যন্ত তিনি যে ফাইন্যান্স কোম্পানিতে পরিচালক নিয়োজিত ছিলেন সেই কোম্পানিতে তাহার নামে ধারণকৃত শেয়ার হস্তান্তর করিতে পারিবেন না।

(৫) এই ধারার অধীন গৃহীত কোন ব্যবস্থা, আদেশ বা সিদ্ধান্ত সম্পর্কে কোম্পানি আইন, ১৯৯৪ এর ধারা ৩ এর অধীন এখতিয়ারসম্পন্ন আদালত ব্যতীত অন্য কোন আদালত বা ট্রাইব্যুনালে কোন প্রশ্ন উত্থাপন করা যাইবে না।

১৮। প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা নিয়োগ-

(১) প্রত্যেক ফাইন্যান্স কোম্পানি বাংলাদেশ ব্যাংকের পূর্বানুমোদন গ্রহণসাপেক্ষে একজন ব্যবস্থাপনা পরিচালক বা প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, যে নামেই অভিহিত হউক না কেন, নিয়োগ করিবে এবং তাহার উপর কোম্পানির সামগ্রিক ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব ন্যস্ত থাকিবে।

(২) এইরূপে নিযুক্ত প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তাকে বাংলাদেশ ব্যাংকের পূর্বানুমোদন ব্যতীত অব্যাহতি দেওয়া, বরখাস্ত বা অপসারণ করা যাইবে না।

(৩) উপধারা ১ এ যাহা কিছুই বর্ণিত থাকুক না কেন, কোন ফাইন্যান্স কোম্পানির প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তার পদ একাদিক্রমে তিন মাসের অধিক শূন্য রাখা যাইবে না।

(৪) উপধারা ৩ এ উল্লিখিত সময়সীমার মধ্যে কোন ফাইন্যান্স কোম্পানির প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তার পদ পূরণ করা না হইলে বাংলাদেশ ব্যাংক উক্ত কোম্পানির প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তার দায়িত্ব পালন করিবার জন্য প্রশাসক নিযুক্ত করিতে পারিবে এবং উক্ত কোম্পানি তাহার বেতন ও অন্যান্য সুবিধা বাবদ খরচ বহন করিবে।

১৯। চেয়ারম্যান, পরিচালক, প্রধান নির্বাহি প্রমুখের অপসারণে বাংলাদেশ ব্যাংকের ক্ষমতা-

(১) কোন ফাইন্যান্স কোম্পানি বা উহার আমানতকারীর জন্য ক্ষতিকর কার্যকলাপ রোধকল্পে বা জনস্বার্থ রক্ষার্থে বা ফাইন্যান্স কোম্পানির যথাযথ পরিচালনা নিশ্চিত করিতে উহার চেয়ারম্যান, পরিচালক বা প্রধান নির্বাহীকে, যে নামেই অভিহিত হউক না কেন, অপসারণ করা প্রয়োজন হইলে অথবা উহার কোন বেনামি ঋণ মঞ্জুরকরণ বা কোন ধরনের জাল-জালিয়াতির সহিত তাহার বা তাহাদের সংশ্লিষ্টতা উদ্‌ঘাটিত হইলে বাংলাদেশ ব্যাংক লিখিত নোটিশের মাধ্যমে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ প্রদানপূর্বক পৃথক বা যুগ্মভাবে তাহার বা তাহাদের পদ হইতে অপসারণ করিতে পারিবে।

(২) বেনামি বা অস্তিত্ববিহীন বা নামসর্বস্ব বা স্বাভাবিক ব্যবসায়িক কার্যক্রমে নিয়োজিত নহে বা গৃহীত ঋণ বা ঋণের অংশ উদ্দেশ্য বহির্ভূতভাবে ব্যবহার বা স্থানান্তর (Siphon off) করিয়াছে এমন কোম্পানির নামে শেয়ার ধারণ করিয়া কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান কোন ফাইন্যান্স কোম্পানির পরিচালক পদে আসীন হইলে বা উহার উল্লেখযোগ্য শেয়ারধারক হইলে ঐ ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের শেয়ার সরকারের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত হইবে এবং ঐ ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের মনোনীত কোন ব্যক্তি পরিচালক হিসাবে পর্ষদে থাকিলে তিনি বাংলাদেশ ব্যাংকের আদেশক্রমে উক্ত পদ হইতে অপসারিত হইবেন।

(৩) উপধারা ১ ও ২ এর অধীনে আদেশ দেওয়ার পূর্বে আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য অনধিক ৩০ (ত্রিশ) দিনের সময় প্রদানপূর্বক নোটিশ দিতে হইবে। তবে, আমানতকারীর স্বার্থ বিঘ্নিত হইবার আশংকা থাকিলে বাংলাদেশ ব্যাংক উপরিউক্ত সুযোগ প্রদানের সময়ে বা আত্মপক্ষ সমর্থনের জবাব বিবেচনাধীন থাকা অবস্থায় লিখিত আদেশের মাধ্যমে নিম্নরূপ নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে-

(ক) উক্ত চেয়ারম্যান বা পরিচালক বা প্রধান নির্বাহী কারণ দর্শানোর নোটিশ জারির তারিখ হইতে উক্ত ফাইন্যান্স কোম্পানির পরিচালক হিসাবে দায়িত্ব পালন করিবেন না এবং উক্ত কোম্পানির ব্যবস্থাপনায় প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে অংশগ্রহণ করিবেন না; এবং

(খ) বাংলাদেশ ব্যাংক যোগ্য কোন ব্যক্তিকে উক্ত কোম্পানির চেয়ারম্যান বা পরিচালক বা প্রধান নির্বাহী হিসাবে সাময়িকভাবে নিযুক্ত করিতে পারিবে। তবে, উক্ত নিযুক্তির মেয়াদ এক বৎসরের অধিক হইবে না।

(৪) কোন ফাইন্যান্স কোম্পানির চেয়ারম্যান বা পরিচালক বা প্রধান নির্বাহী উপধারা ১ এর অধীন অপসারিত হইলে তিনি অপসারিত হইবার পরবর্তী তিন বৎসরের মধ্যে এবং উপধারা ২ এর অধীন অপসারিত হইলে ভবিষ্যতে কখনোই তিনি অন্য ব্যাংক কোম্পানি বা ফাইন্যান্স কোম্পানির ব্যবস্থাপনা বা পরিচালনায় প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সংযুক্ত হইতে পারিবেন না।

(৫) এই আইনে বা বর্তমানে বলবৎ অন্য কোন আইনে অথবা কোন চুক্তিতে বা কোন ফাইন্যান্স কোম্পানির সংঘ-স্মারক বা সংঘ-বিধিতে যাহা কিছুই বর্ণিত থাকুক না কেন, উপধারা ১ ও ২ এর অধীনে অপসারিত কোন ব্যক্তি উক্তরূপ অপসারণের কারণে কোন ক্ষতিপূরণ দাবি করিতে পারিবেন না।

(৬) সরকার কর্তৃক মনোনীত বা নিযুক্ত কোন চেয়ারম্যান বা পরিচালক বা প্রধান নির্বাহী, যে নামেই অভিহিত হউক না কেন, ইহার ক্ষেত্রে এই ধারার কোন কিছুই প্রযোজ্য হইবে না, তবে উক্তরূপ ব্যক্তির কোন ফাইন্যান্স কোম্পানি বা প্রতিষ্ঠানের জন্য ক্ষতিকর কার্যক্রম বা আচরণ সম্পর্কে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক সরকারের নিকট প্রতিবেদন পেশ করিবে।

২০। পরিচালক পর্ষদ বাতিল-

(১) বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর কারণ লিপিবদ্ধ করিয়া কোন ফাইন্যান্স কোম্পানির পরিচালক পর্ষদ বাতিল করিবার আদেশ প্রদান করিতে পারিবে, যদি-

(ক) কোন ফাইন্যান্স কোম্পানির পরিচালক পর্ষদ, যে নামেই অভিহিত হউক না কেন, উহার কার্যকলাপ উক্ত কোম্পানি বা উহার আমানতকারীদের স্বার্থের পরিপন্থি বা ক্ষতিকর হয়; বা

(খ) ধারা ১৯ এ উল্লিখিত যে কোন কারণে উক্ত পর্ষদ বাতিল করিবার প্রয়োজন হয়।

(২) নূতন পরিচালক পর্ষদ গঠিত না হওয়া পর্যন্ত বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে নিযুক্ত ব্যক্তি অথবা ব্যক্তিগণ উক্ত ফাইন্যান্স কোম্পানির পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনায় বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক নির্ধারিত দায়িত্ব পালন করিবে এবং উক্ত কোম্পানি এতদসংক্রান্ত ব্যয় নির্বাহ করিবে।

(৩) ধারা ১৯ (৩) এর বিধান, উহাতে প্রয়োজনীয় পরিবর্তনসহ এই ধারার অধীন প্রদত্ত আদেশের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে।

(৪) পরিচালক পর্ষদ বাতিল আদেশের দ্বারা সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিচালক পর্ষদের নিকট আদেশ প্রাপ্তির সর্বোচ্চ ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে পুনর্বিবেচনার আবেদন করিতে পারিবেন এবং এই ক্ষেত্রে পর্ষদের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

(৫) সরকার কর্তৃক নিযুক্ত পর্ষদের ক্ষেত্রে এই ধারার কোন কিছুই প্রযোজ্য হইবে না। তবে, উক্ত পর্ষদের বিরুদ্ধে কোন গুরুতর অনিয়ম বা অভিযোগ উদ্‌ঘাটিত হইলে বাংলাদেশ ব্যাংক বিষয়টি সরকারকে অবহিত করিবে।

(৬) এই আইনের ধারা ১৯ ও এই ধারার অধীনে গৃহীত কোন ব্যবস্থা, আদেশ বা সিদ্ধান্ত সম্পর্কে কোন আদালত, ট্রাইব্যুনাল বা অন্য কোন কর্তৃপক্ষ কোন প্রকার প্রশ্ন উত্থাপন করিতে পারিবে না এবং অনুরূপ কোন ব্যবস্থা, আদেশ বা সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে কোন আদালত, ট্রাইব্যুনাল বা অন্য কোন কর্তৃপক্ষের নিকট কোন প্রকার প্রশ্ন উত্থাপন করা যাইবে না।

পঞ্চম খণ্ড

ফাইন্যান্স কোম্পানির ব্যবসা

২১। ফাইন্যান্স কোম্পানির ব্যবসা-

(১) অর্থায়ন ব্যবসায় ছাড়াও, ফাইন্যান্স কোম্পানি নিম্নরূপ ব্যবসা পরিচালনা করিতে পারিবে-

(ক) উন্নয়ন অর্থায়ন ব্যবসা;

(খ) প্রচেষ্টা মূলধন (Venture Capital) সরবরাহ, সিকিউরিটাইজেশনসহ কাঠামোগত অর্থায়ন (Structured Financing);

(গ) ফাইন্যান্স কোম্পানির নিজস্ব পোর্টফোলিও বিনিয়োগ ব্যবস্থাপনার অধীনে সরকার বা কোন সংবিধিবদ্ধ সংস্থা কর্তৃক ইস্যুকৃত শেয়ার, স্টক, বন্ড, ডিবেঞ্চার বা ডিবেঞ্চার স্টক-এর দায় গ্রহণ, অধিগ্রহণ, বিনিয়োগ বা পুনঃবিনিয়োগ সংক্রান্ত কার্যক্রম পরিচালনা;

(ঘ) পুঁজিবাজারে লেনদেনকৃত সিকিউরিটিজ বা বাজারজাতকরণের উপযোগী অন্যান্য সিকিউরিটিজ-এর দায় গ্রহণ, অধিগ্রহণ, বিনিয়োগ বা পুনঃবিনিয়োগ সংক্রান্ত কার্যক্রম পরিচালনা; এবং

(ঙ) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক নির্ধারিত অন্যান্য ব্যবসা।

ব্যাখ্যাঃ

(অ) **'উন্নয়ন অর্থায়ন ব্যবসায়'** বলিতে রাষ্ট্রীয় অবকাঠামোগত, সরকারি, আধা-সরকারি ও স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান কর্তৃক গৃহীত উন্নয়ন প্রকল্প বা কর্মসূচি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে পরিচালিত অর্থায়ন ব্যবসা বুঝাইবে।

(আ) **'প্রচেষ্টা মূলধন'** ও **'সিকিউরিটাইজেশনসহ কাঠামোগত অর্থায়ন'** ব্যবসা বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন এর সংশ্লিষ্ট বিধিমালা পরিপালন সাপেক্ষে বুঝাইবে।

(২) উপধারা ১ এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই আইনের ধারা ২৭ এর বিধান সাপেক্ষে, কোন ফাইন্যান্স কোম্পানী স্টক ব্রোকার, স্টক ডিলার, মার্চেন্ট ব্যাংকার, পোর্ট ফোলিও ম্যানেজার হিসেবে বা 'বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন' হইতে নিবন্ধন গ্রহণ প্রয়োজন পড়ে এইরূপ কোন ব্যবসায় সরাসরি লিপ্ত হইতে পারিবে না।

২২। কতিপয় কার্যক্রম নিষিদ্ধ -কোন ফাইন্যান্স কোম্পানি নিম্নবর্ণিত কার্যক্রম পরিচালনা করিতে পারিবে না -

(ক) স্বর্ণের মাধ্যমে লেনদেন;

(খ) বৈদেশিক মুদ্রায় আমানত গ্রহণ ও ঋণ সুবিধা প্রদান;

(গ) এককভাবে অথবা যৌথভাবে উহার অর্থায়ন ব্যবসায় পরিচালনার উদ্দেশ্য ব্যতীত অন্য কোন আমদানি ও রপ্তানি ব্যবসা।

২৩। ইসলামী শরিয়াহ্ ভিত্তিতে পরিচালিত ফাইন্যান্স কোম্পানির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য বিধান-

(১) এই আইনে বর্ণিত ব্যবসা বা অর্থায়ন ব্যবসা ইসলামী শরিয়াহ্ ভিত্তিতে পরিচালনার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাংকের পূর্বানুমোদন গ্রহণ করিতে হইবে;

(২) এই আইন প্রবর্তনের পূর্বে ইসলামী শরিয়াহ্ ভিত্তিতে পরিচালিত ফাইন্যান্স কোম্পানির ক্ষেত্রেও এই আইনের বিধানাবলী প্রযোজ্য হইবে।

(৩) ইসলামী শরিয়াহ্ ভিত্তিতে পরিচালিত ফাইন্যান্স কোম্পানির অনুমোদন, পরিচালন নীতি ও কার্যপদ্ধতি সময়ে সময়ে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক নির্ধারিত হইবে।

২৪। আমানত গ্রহণে বিধিনিষেধ-

(১) ফাইন্যান্স কোম্পানী এমন কোন আমানত গ্রহণ করিবে না যাহা চাহিবামাত্র চেক, ড্রাফট, ডেবিট কার্ড অথবা আমানতকারীর আদেশের মাধ্যমে পরিশোধযোগ্য।

(২) ফাইন্যান্স কোম্পানি বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক সময়ে সময়ে নির্ধারিত মেয়াদী আমানত গ্রহণ করিতে পারিবে।

২৫। ঋণ বা অন্য কোন আর্থিক সুবিধা ইত্যাদি প্রদান -

(১) কোন ব্যক্তি বা কোম্পানি বা গ্রুপকে প্রদত্ত বা প্রদেয় মোট ঋণ সুবিধার আসলের পরিমাণ উক্ত ফাইন্যান্স কোম্পানি কর্তৃক পরিশোধিত মূলধন ও রিজার্ভের বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক, সময়ে সময়ে, এতদুদ্দেশ্যে নির্ধারিত হারের অধিক হইবে না।

তবে শর্ত থাকে যে, নির্ধারিত হারের সীমা কোন অবস্থাতেই শতকরা ৩০ ভাগের অধিক হইবে না।

ব্যাখ্যাঃ এই ধারার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে 'গ্রুপ' বলিতে কোন ঋণগ্রহীতা এবং তাহার সহিত প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে জড়িত অন্য যে কোন ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান বা কোম্পানি যাহাদের একের আর্থিক সচ্ছলতা অন্যের আর্থিক সচ্ছলতাকে প্রভাবিত করে অথবা তাহাদের মধ্যে বিদ্যমান সম্পর্কের কারণে একের দায় বা সুবিধা অন্যের উপর বর্তায় এইরূপ সকলকে বুঝাইবে।

(২) কোন ফাইন্যান্স কোম্পানি উহার নিজস্ব শেয়ার জামানত রাখিয়া কোন ব্যক্তিকে ঋণ বা অন্য কোন আর্থিক সুবিধা প্রদান করিবে না।

(৩) কোন ফাইন্যান্স কোম্পানি কোন ব্যক্তিকে দশ লক্ষ টাকা অথবা বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক নির্ধারিত পরিমাণের অধিক জামানতবিহীন ঋণ প্রদান করিবে না, তবে কৃষি ও এসএমই ঋণের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক সময়ে সময়ে জারিকৃত নির্দেশনা অনুসরণ করিতে হইবে।

(৪) কোন ফাইন্যান্স কোম্পানি বিনা জামানতে নিম্নবর্ণিত ব্যক্তি অথবা ঐ সকল ব্যক্তি কর্তৃক দায় গ্রহণের ভিত্তিতে কোন ঋণ বা অন্য কোন আর্থিক সুবিধা মঞ্জুর করিবে না-

(ক) উহার কোন পরিচালক ও তাহার পরিবার;

(খ) এমন কোন প্রতিষ্ঠান, সংস্থা বা প্রাইভেট কোম্পানি যাহাতে উক্ত ফাইন্যান্স কোম্পানি বা উহার কোন পরিচালক, মালিক বা অংশীদার রহিয়াছেন; এবং

(গ) এমন কোন পাবলিক কোম্পানি যাহা উক্ত ফাইন্যান্স কোম্পানি বা উহার কোন পরিচালক কর্তৃক প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে নিয়ন্ত্রিত হয় অথবা যাহাতে উহাদের এমন পরিমাণ শেয়ার থাকে যাহা দ্বারা তাহারা অন্যূন বিশ শতাংশ ভোটদান ক্ষমতার অধিকারী হন।

(৫) কোন ফাইন্যান্স কোম্পানি উক্ত কোম্পানি সংশ্লিষ্ট কোন ব্যক্তির সহিত বা তাহার স্বার্থের অনুকূলে লেনদেনের শর্তাবলী ফাইন্যান্স কোম্পানির সংশ্লিষ্ট নহে এমন কোন গ্রাহকের সহিত লেনদেনের চাইতে অধিকতর সহজতর হইবে না।

এই উপধারার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, ফাইন্যান্স কোম্পানি সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বলিতে বুঝাইবে-

(ক) সংশ্লিষ্ট ফাইন্যান্স কোম্পানির পরিচালক, ব্যবস্থাপনা পরিচালক বা প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, যে নামেই অভিহিত হউন না কেন, কিংবা উল্লেখযোগ্য শেয়ারধারক এবং উক্ত পরিচালক, ব্যবস্থাপনা পরিচালক বা প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, যে নামেই অভিহিত হউন না কেন, কিংবা উল্লেখযোগ্য শেয়ারধারকের স্বামী বা স্ত্রী;

(খ) এমন কোন প্রতিষ্ঠান যেখানে উক্ত ফাইন্যান্স কোম্পানির পরিচালক বা উল্লেখযোগ্য শেয়ারধারক ঐ প্রতিষ্ঠানের একজন পরিচালক বা উল্লেখযোগ্য শেয়ারধারক;

(গ) ব্যাংক কোম্পানি বা ফাইন্যান্স কোম্পানি ব্যতীত, অন্য কোন কোম্পানি বা প্রতিষ্ঠানে কোন ফাইন্যান্স কোম্পানি উল্লেখযোগ্য পরিমাণ শেয়ার ধারণের মাধ্যমে উল্লেখযোগ্য শেয়ারধারক হইলে উক্ত প্রতিষ্ঠান এবং উহার উল্লেখযোগ্য শেয়ারধারক; এবং

(ঘ) বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক জারিকৃত বিধান অনুযায়ী এমন কোন ব্যক্তি যিনি বা যাহারা দফা (ক), (খ) ও (গ) এ বর্ণিত সম্পর্কের ন্যায় কোন ফাইন্যান্স কোম্পানির সহিত সম্পর্কিত।

ব্যাখ্যা- এই ধারায় জামানত বলিতে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক, সময়ে সময়ে, জারিকৃত নির্দেশনায় নির্ধারিত যোগ্য জামানতকে (Eligible Collateral) বুঝাইবে।

২৬। বিনিয়োগ সীমা -

(১) প্রত্যেক ফাইন্যান্স কোম্পানির পুঁজিবাজারে বিনিয়োগসীমা সমষ্টিগতভাবে উহার পরিশোধিত মূলধন ও রিজার্ভের মোট পরিমাণের পঁচিশ শতাংশ অথবা বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক, সময়ে সময়ে, জারিকৃত নির্দেশনায় নির্ধারিত হারের অধিক হইবে না।

(২) উপধারা ১ এর বিধান ক্ষুণ্ন না করিয়া কোন ফাইন্যান্স কোম্পানি সাবসিডিয়ারি ভিন্ন অন্য কোনো কোম্পানিতে উহার পরিশোধিত মূলধন ও রিজার্ভের শতকরা পাঁচ ভাগের অধিক শেয়ার অর্জন বা ধারণ করিবে না।

তবে শর্ত থাকে যে, এই আইন কার্যকর হইবার পাঁচ বৎসরের মধ্যে এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের অনুমতিসাপেক্ষে আরও তিন বৎসরের মধ্যে প্রত্যেক ফাইন্যান্স কোম্পানি অন্য কোন কোম্পানিতে উহার অর্জিত বা ধারণকৃত শেয়ার বর্ণিত সীমার মধ্যে নামাইয়া আনিবে।

২৭। সাবসিডিয়ারি কোম্পানি গঠন- কোন ফাইন্যান্স কোম্পানি বাংলাদেশ ব্যাংকের পূর্বানুমোদন ব্যতিরেকে সাবসিডিয়ারি কোম্পানি গঠন করিতে পারিবে না।

২৮। স্থাবর সম্পত্তি অর্জন ও ধারণ -

(১) কোন ফাইন্যান্স কোম্পানি সমষ্টিগতভাবে উহার পরিশোধিত মূলধন ও রিজার্ভের পঁচিশ শতাংশের অতিরিক্ত মূল্যের স্থাবর সম্পত্তি অর্জন করিতে বা অধিকারে রাখিতে পারিবে না।

(২) উপধারা ১ এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, নিজস্ব ব্যবহারের জন্য প্রয়োজনীয় নহে এমন কোন স্থাবর সম্পত্তি, উহা যেভাবেই অর্জিত হইয়া থাকুক না কেন, বাংলাদেশ ব্যাংকের পূর্বানুমোদন ব্যতীত কোন ফাইন্যান্স কোম্পানি, উহা অর্জনের তারিখ হইতে সাত বৎসর বা এই আইন প্রবর্তনের তারিখ হইতে সাত বৎসর, যাহা পরে শেষ হয়, ইহার অধিক সময় অতিক্রান্ত হইবার পর স্বীয় অধিকারে রাখিবে না।

(৩) উপধারা ২ এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, বাংলাদেশ ব্যাংক যদি এই মর্মে সন্তুষ্ট হয় যে, কোন ফাইন্যান্স কোম্পানির আমানতকারীগনের স্বার্থে উক্ত সম্পত্তি অধিকারে রাখার সময়সীমা বর্ধিত করা প্রয়োজন, তাহা হইলে বাংলাদেশ ব্যাংক উপধারা ২ এ উল্লিখিত সময় অনধিক পাঁচ বৎসর পর্যন্ত বর্ধিত করিতে পারিবে।

ব্যাখ্যাঃ এই ধারার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, কোন সম্পত্তির উল্লেখযোগ্য অংশ ফাইন্যান্স কোম্পানির প্রকৃত প্রয়োজনে ব্যবহৃত হইলে উক্ত সম্পত্তি ফাইন্যান্স কোম্পানির নিজস্ব ব্যবহারের জন্য প্রয়োজনীয় সম্পত্তি বলিয়া গণ্য হইবে।

২৯। দেনাদার প্রতিষ্ঠানের পরিচালক -এই আইনে বা বর্তমানে বলবৎ অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন , ঋণ প্রদানকারী ফাইন্যান্স কোম্পানির পরিচালক পর্ষদের সম্মতি ব্যতীত কোন দেনাদার কোম্পানির কোন পরিচালকের পদত্যাগ কার্যকর হইবে না বা কোন পরিচালক তাহার শেয়ার হস্তান্তর বা বিক্রয় করিতে পারিবেন না।

৩০। খেলাপি ঋণগ্রহীতা ও ইচ্ছাকৃত খেলাপি ঋণগ্রহীতা সম্পর্কিত বিধান-

(১) খেলাপি বা ইচ্ছাকৃত খেলাপি ঋণগ্রহীতা শনাক্তকরণ এবং সিআইবিতে রিপোর্টকরণের ক্ষেত্রে ফাইন্যান্স কোম্পানি বাংলাদেশ ব্যাংকের জারিকৃত পরিপত্র পরিপালন করিবে।

(২) খেলাপি ঋণগ্রহীতাকে দেউলিয়া ঘোষণা করিবার লক্ষ্যে ফাইন্যান্স কোম্পানি স্বপ্রণোদিত হইয়া উপযুক্ত আদালতে আবেদন করিবে বা উক্তরূপ আবেদন করিবার জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক সংশ্লিষ্ট ফাইন্যান্স কোম্পানিকে নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে।

(৩) খেলাপি ঋণগ্রহীতার অনুকূলে কোন ফাইন্যান্স কোম্পানি বা ব্যাংক কোম্পানি কোনরূপ ঋণ প্রদান করিবে না।

(৪) ইচ্ছাকৃত খেলাপি ঋণ গ্রহীতাকে তালিকাভুক্তির এক মাসের মধ্যে তাহার বকেয়া ঋণ আদায়ের জন্য ফাইন্যান্স কোম্পানি প্রচলিত আইন অনুসারে সকল আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে এবং প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে পরিচালনা পর্ষদের অনুমোদনক্রমে তাহার বিরুদ্ধে ফৌজদারি মামলা দায়ের করিবে।

(৫) বাংলাদেশ ব্যাংক ইচ্ছাকৃত খেলাপি ঋণগ্রহীতাদের তালিকা সরকারের নিকট প্রেরণপূর্বক তাহাদের বিদেশ ভ্রমণ, গাড়ি ও বাড়ি রেজিস্ট্রেশন, ট্রেড লাইসেন্স ইস্যু, 'যৌথমূলধন কোম্পানি ও ফার্মসমূহের পরিদপ্তর'-এর কোম্পানি নিবন্ধনের বিষয়ে নিষেধাজ্ঞা আরোপের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সরকারের নিকট অনুরোধ করিবে।

(৬) ইচ্ছাকৃত খেলাপি ঋণগ্রহীতা রাষ্ট্রীয়ভাবে কোন সম্মাননা পাইবার বা রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইবেন না এবং কোন প্রকার পেশাজীবী, ব্যবসায়িক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক বা রাজনৈতিক সংগঠন পরিচালনার লক্ষ্যে গঠিত কোন কমিটির কোন পদে, যে নামেই অভিহিত করা হউক না কেন, অধিষ্ঠিত হইতে বা আসীন থাকিতে পারিবেন না।

৩১। ঋণের সুদ বা মুনাফা মওকুফ -বাংলাদেশ ব্যাংকের পূর্বানুমোদন ব্যতিরেকে কোন ফাইন্যান্স কোম্পানি নিম্নবর্ণিত ব্যক্তি কর্তৃক গৃহীত ঋণের উপর অর্জিত সুদ বা মুনাফা মওকুফ করিবে না -

(ক) উহার কোন বর্তমান বা প্রাক্তন পরিচালক ও তাহার পরিবার বা অন্য কোন ব্যাংক কোম্পানি বা ফাইন্যান্স কোম্পানির বর্তমান বা প্রাক্তন পরিচালক ও তাহার পরিবার;

(খ) এমন কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান যাহাতে ফাইন্যান্স কোম্পানির কোন পরিচালক, জামিনদার, পরিচালকের অংশীদার, ম্যানেজিং এজেন্ট হিসাবে স্বার্থ সংশ্লিষ্টতা রহিয়াছে; এবং

(গ) এই আইনের ধারা ২ (২৬) এর সংজ্ঞা মোতাবেক 'ইচ্ছাকৃত খেলাপি ঋণগ্রহীতা' হিসাবে চিহ্নিত কোন ব্যক্তি।

তবে শর্ত থাকে যে, উপধারা ১ এর অধীনে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক সুদ বা মুনাফা মওকুফের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ঋণের তহবিল ব্যয় (Cost of Fund) আদায়ের বিষয়টি নিশ্চিত করিতে হইবে।

৩২। মন্দ বা কুঋণ অবলোপন সম্পর্কিত বিধান- এই আইন বা অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, কোন ফাইন্যান্স কোম্পানি উহার নিকট হইতে গৃহীত কোন ঋণ বা অন্য কোন পাওনা অবলোপন (Write off) করিলেও উক্ত অবলোপন সংশ্লিষ্ট ঋণ বা পাওনা আদায়ের আইনগত প্রক্রিয়া গ্রহণের ক্ষেত্রে অন্তরায় হইবে না।

ষষ্ঠ খণ্ড

ফাইন্যান্স কোম্পানির হিসাব বিবরণী প্রস্তুত, নিরীক্ষা, পরিদর্শন ও তথ্যাদি প্রকাশ

৩৩। আর্থিক বিবরণী প্রস্তুত -এই আইনে লাইসেন্স প্রাপ্ত ফাইন্যান্স কোম্পানি বৎসরান্তে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক নির্ধারিত পদ্ধতিতে উহার ব্যবসা সম্পর্কে একটি আর্থিক বিবরণী প্রস্তুত করিবে এবং বহিঃনিরীক্ষক দ্বারা উহা নিরীক্ষা করাইবে।

৩৪। **বার্ষিক প্রতিবেদন দাখিল ও প্রদর্শন** -ফাইন্যান্স কোম্পানিসমূহ ধারা ৩৩ অনুযায়ী নিরীক্ষিত আর্থিক বিবরণীসহ বার্ষিক প্রতিবেদন বৎসর শেষ হইবার দুই মাসের মধ্যে বাংলাদেশ ব্যাংকের নিকট দাখিল করিবে এবং ফাইন্যান্স কোম্পানির নিজস্ব ওয়েবসাইটে তৎক্ষণাৎ প্রদর্শন করিবে এবং কমপক্ষে পাঁচ বৎসর যাবৎ প্রদর্শন অব্যাহত রাখিবে। বাংলাদেশ ব্যাংক প্রতিবেদন দাখিলের উক্ত সময়সীমা অনধিক দুই মাস পর্যন্ত বর্ধিত করিতে পারিবে।

৩৫। **স্থিতিপত্র প্রদর্শন** -ফাইন্যান্স কোম্পানি ধারা ৩৩ এর অধীন প্রস্তুতকৃত উহার সর্বশেষ নিরীক্ষিত স্থিতিপত্রের অনুলিপি ও পরিচালকদের নাম উহার সকল ব্যবসা কেন্দ্র বা অফিসের প্রকাশ্য স্থানে সারা বৎসর প্রদর্শন করিবে এবং ছয় মাসের মধ্যে উক্ত স্থিতিপত্র ন্যূনতম দুইটি জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশ করিবে।

৩৬। **পরিদর্শন-**

(১) বাংলাদেশ ব্যাংক যে কোন সময়ে কোন ফাইন্যান্স কোম্পানির রেজিস্টার, হিসাব বহি ও অন্যান্য দলিল (লিখিত কিংবা ইলেক্ট্রনিক) পরিদর্শন করিতে পারিবে।

(২) ফাইন্যান্স কোম্পানি উহার রেজিস্টার, হিসাব বহি ও অন্যান্য দলিল (লিখিত কিংবা ইলেক্ট্রনিক) পরিদর্শনকারী কর্মকর্তাগণকে প্রদর্শন করিবে এবং পরিদর্শন অথবা তদন্তের স্বার্থে যে কোন তথ্য ও সহায়তা প্রদান করিতে বাধ্য থাকিবে।

(৩) বাংলাদেশ ব্যাংক প্রয়োজন মনে করিলে ফাইন্যান্স কোম্পানির ঋণগ্রহীতার ব্যবসা অঙ্গন বা যে স্থানে ঋণের অর্থ ব্যবহৃত হইয়াছে সেই স্থান পরিদর্শনসহ উহাদের হিসাব ও দলিলাদি পরিদর্শন করিতে পারিবে, তবে এইরূপ ঋণগ্রহীতা ও তহবিল ব্যবহারকারী বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন-এর নিকট হইতে লাইসেন্সপ্রাপ্ত হইলে সুনির্দিষ্ট বিষয়ে তদন্তের স্বার্থে তথ্যের গোপনীয়তা রক্ষাকরত উহার হিসাব বিবরণী ও দলিলাদি উক্ত কমিশনকে অবহিত করিয়া তলব করিতে পারিবে এবং সংশ্লিষ্ট ঋণ গ্রহীতা ও তহবিল ব্যবহারকারী বাংলাদেশ ব্যাংককে তাহা প্রদানে বাধ্য থাকিবে।

৩৭। **নিরীক্ষা-**

(১) ফাইন্যান্স কোম্পানি বাৎসরিক ভিত্তিতে বাংলাদেশ ব্যাংকের পূর্বানুমোদন গ্রহণপূর্বক বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে প্রণীত নীতিমালা অনুযায়ী নিরীক্ষক নিয়োগ করিবে।

(২) ফাইন্যান্স কোম্পানি উপধারা ১ এর অধীন নিরীক্ষক নিয়োগে অসমর্থ হইলে বা বাংলাদেশ ব্যাংকের বিবেচনায় যদি উপধারা ১ এর অধীন নিযুক্ত নিরীক্ষকের সাথে অপর একজন নিরীক্ষকের কাজ করার প্রয়োজন হয় সেক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাংক উক্ত ফাইন্যান্স কোম্পানির জন্য একজন নিরীক্ষক নিয়োগ করিতে পারিবে এবং তাহাকে প্রদেয় নিরীক্ষা ফি নির্ধারণ করিয়া দিবে।

(৩) যদি কোন নিরীক্ষক এ মর্মে সন্তুষ্ট হন যে, -

(ক) এই আইনের বিধানসমূহ গুরুতরভাবে লঙ্ঘিত হইয়াছে বা পালন করা হয় নাই অথবা প্রতারণা বা অসততার দরুন কোন আর্থিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ফৌজদারী অপরাধ সংঘটিত হইয়াছে;

(খ) লোকসানের দরুন আর্থিক প্রতিষ্ঠানটির মূলধন পঞ্চাশ শতাংশের নিচে নামিয়া গিয়াছে;

(গ) পাওনাদারগণের পাওনা প্রদানের নিশ্চয়তা বিঘ্নিত হওয়াসহ অন্য কোন গুরুতর অনিয়ম ঘটিয়াছে; অথবা

(ঘ) পাওনাদারগণের পাওনা মিটানোর জন্য সম্পদ যথেষ্ট কি-না সে ব্যাপারে সন্দেহ রহিয়াছে;

তাহা হইলে তিনি তাৎক্ষণিকভাবে উক্ত বিষয় সম্পর্কে বাংলাদেশ ব্যাংককে লিখিতভাবে অবহিত করিবেন।

(৪) উপধারা ১ এর অধীনে ফাইন্যান্স কোম্পানি কর্তৃক নিযুক্ত নিরীক্ষক ব্যতিরেকে বাংলাদেশ ব্যাংক জনস্বার্থে অন্য যে কোন উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, সংশ্লিষ্ট ফাইন্যান্স কোম্পানির খরচে বিশেষ নিরীক্ষক নিয়োগ করিতে পারিবে।

(৫) বাংলাদেশ ব্যাংক যদি এই মর্মে সন্তুষ্ট হয় যে, কোন ফাইন্যান্স কোম্পানির নিরীক্ষা কার্যে নিয়োজিত কোন নিরীক্ষক তাহার দায়িত্ব পালনে অবহেলা করিয়াছেন বা তাহার উপর অর্পিত দায়িতে পালনে ব্যর্থ হইয়াছেন, তাহা হইলে বাংলাদেশ ব্যাংক সংশ্লিষ্ট নিরীক্ষককে কোন ফাইন্যান্স কোম্পানি নিরীক্ষার জন্য কেন অযোগ্য ঘোষণা করা হবে না সে মর্মে কারণ দর্শানোর সুযোগ প্রদান করিতে পারিবে। উহার প্রদত্ত ব্যাখ্যায় সন্তুষ্ট না হইলে বা বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক নির্দিষ্ট সময়ে উহা ব্যাখ্যা প্রদান না করিলে, বাংলাদেশ ব্যাংক সংশ্লিষ্ট নিরীক্ষককে অনধিক দুই বৎসরের জন্য কোন ফাইন্যান্স কোম্পানি বা ব্যাংক কোম্পানি নিরীক্ষার জন্য অযোগ্য ঘোষণা করিতে পারিবে।

(৬) উপধারা ৫ এর অধীনে কোন ঘোষণার ফলে সংক্ষুব্ধ নিরীক্ষক উক্ত ঘোষণার ১৫ দিনের মধ্যে বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদের নিকট আপীল পেশ করিতে পারিবে এবং এই বিষয়ে উক্ত পর্ষদের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

৩৮। বিবরণী, তথ্য ইত্যাদি সরবরাহ -

(১) বাংলাদেশ ব্যাংক যে কোন ফাইন্যান্স কোম্পানিকে যে কোন তথ্য ও বিবরণী সরবরাহ করিতে নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে এবং অনুরূপভাবে নির্দেশিত তথ্য ও বিবরণী বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক সুনির্দিষ্টকৃত সময় ও পদ্ধতিতে প্রত্যেক ফাইন্যান্স কোম্পানি সরবরাহ করিবে।

(২) জনস্বার্থ ও আর্থিক খাতের স্থিতিশীলতা বজায় রাখিবার লক্ষ্যে ফাইন্যান্স কোম্পানির কোন পরিচালক বা গ্রাহক বা অন্য কোন স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির আর্থিক লেনদেনের তথ্য বা প্রাসঙ্গিক যে কোন তথ্য প্রয়োজন হইলে, উল্লিখিত তথ্য প্রদান করিবার জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক হইতে সরকার বা অন্য কোন নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থা বা উক্ত সংস্থার অধীন অন্য কোন সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানের নিকট অনুরোধ করা হইলে তাহারা যাচিত তথ্য বা তথ্যাদি প্রদান করিবে।

৩৯। সন্দেহজনক হিসাব ও লেনদেন -কোন ফাইন্যান্স কোম্পানি বা উহার কোন কর্মকর্তা যদি এই মর্মে জ্ঞাত হন বা তৎকর্তৃক সন্দেহ করিবার অবকাশ থাকে যে, কোন ব্যক্তি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে মানি লন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যক্রমে অর্থায়ন করিয়া থাকে অথবা এমন কোন লেনদেন করে যাহা মানি লন্ডারিং বা সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে অর্থায়নের সহিত জড়িত , তাহা হইলে উক্ত কোম্পানি বা কর্মকর্তা তাৎক্ষণিকভাবে সেই ব্যক্তি বা লেনদেন সম্পর্কে বাংলাদেশ ব্যাংককে অবহিত করিবে।

৪০। **তথ্য প্রকাশের ক্ষমতা** -বাংলাদেশ ব্যাংক জনস্বার্থে প্রয়োজন মনে করিলে এই আইনের ধারা ৩০(১) এর আওতায় প্রাপ্ত খেলাপি ঋণগ্রহীতা ও ইচ্ছাকৃত খেলাপি ঋণগ্রহীতাদের তালিকা এবং এই আইনের অধীন সংগৃহীত ৩০)ত্রিশ(দিনের অধিক সময়ের অনাদায়ি ঋণ কিংবা ফাইন্যান্স কোম্পানির ব্যবসা সম্পর্কিত যে কোন তথ্য একীভূত অবস্থায় বা অন্য কোন ভাবে প্রকাশ করিতে পারিবে।

সপ্তম খন্ড

বেআইনি অর্থায়ন ব্যবসায়

৪১। **অর্থায়ন ব্যবসায় নিয়োজিত সন্দেহভাজন ব্যক্তি সম্পর্কে তদন্ত** -অন্য কোন আইনে বা এই আইনের অন্যত্র যাহা কিছুই থাকুক না কেন, বাংলাদেশ ব্যাংকের নিকট যদি এই মর্মে প্রতীয়মান হয় যে, কোন ব্যক্তি এই আইনের ধারা ৪ (১) এর বিধান লঙ্ঘন করিয়া অর্থায়ন ব্যবসা পরিচালনা করিতেছে বা কোন সময় করিয়াছিল বা উহার সহিত সংশ্লিষ্ট ছিল তাহা হইলে বাংলাদেশ ব্যাংক-

(১) উল্লিখিত ব্যবসায়ের সহিত সম্পর্কিত এমন ব্যক্তিকে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে তাহার বা উহার অবগতিতে, দখলে, জিম্মায় বা নিয়ন্ত্রণে রহিয়াছে এমন সকল প্রয়োজনীয় তথ্য, হিসাব বিবরণী, দলিল বা নথিপত্র দাখিল করিবার নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে;

(২) বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নরের অনুমোদনক্রমে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা উল্লিখিত ব্যবসায় বন্ধ, সকল তথ্য, হিসাব বিবরণী, দলিল, নথিপত্র বা তথ্য প্রযুক্তি সরঞ্জাম স্থানান্তর নিষিদ্ধকরণ ও জব্দ করিবার আদেশ প্রদান করিতে পারিবে;

(৩) এই ধারায় উল্লিখিত সকল তথ্য, হিসাব বিবরণী, দলিল বা নথিপত্র পরিদর্শন বা পরীক্ষা করিতে পারিবে এবং উক্ত ধারায় উল্লিখিত যে কোন ব্যক্তি, কর্মকর্তা বা কর্মচারীকে জিজ্ঞাসাবাদ করিতে পারিবে।

৪২। **ঘোষণা প্রদানের ক্ষমতা -**

(১) তদন্তের পর বাংলাদেশ ব্যাংকের নিকট যদি প্রতীয়মান হয় যে, ধারা ৪১ এ উল্লিখিত কোন ব্যক্তি ধারা ৪(১) এর বিধান লঙ্ঘন করিয়া অর্থায়ন ব্যবসা পরিচালনা করিতেছে তাহা হইলে বাংলাদেশ ব্যাংক উল্লিখিত ধারা লঙ্ঘনের বিষয়ে নিশ্চিত হইয়া ন্যূনতম দুইটি জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় এতৎসংক্রান্ত ঘোষণা প্রদান করিবে।

তবে শর্ত থাকে যে, উক্তরুপ ঘোষণা প্রদানের পূর্বে উক্ত ব্যক্তিকে প্রস্তাবিত ঘোষণার বিরুদ্ধে তাহার বা উহার বক্তব্য উপস্থাপনার সুযোগ দিতে হইবে।

(২) বাংলাদেশ ব্যাংক প্রয়োজন মনে করিলে উপধারা ১ এ বর্ণিত ঘোষণার তথ্য বাংলাদেশের বিদেশি মিশনসমূহে প্রেরণ করিবে এবং এইরূপ প্রকাশনার পর উক্ত ব্যক্তি বা উহাদের প্রধান নির্বাহী, পরিচালক, ম্যানেজার, কর্মকর্তা, কর্মচারী বা প্রতিনিধি বা উক্ত প্রতিষ্ঠানের সহিত যে কোনভাবে সম্পর্কিত কোন ব্যক্তি উক্ত ঘোষণা সম্পর্কে অবহিত নহেন এই প্রকার কোন অজুহাত দেখাইতে পারিবেন না।

৪৩। **ধারা ৪২ অনুযায়ী প্রদত্ত ঘোষণার ফলাফল** -কোন ব্যক্তি সম্পর্কে ধারা ৪২ অনুযায়ী ঘোষণা প্রকাশিত হইলে তাহারা বা উহারা এতৎসংক্রান্ত সকল কার্য ও লেনদেন হইতে বিরত থাকিবে এবং ঘোষণা প্রকাশের পর উক্ত ব্যক্তি তাহার

বা উহার পক্ষে কার্যরত কোন ব্যক্তি বা অনুরূপভাবে কার্যরত বলিয়া বিবেচিত কোন ব্যক্তির সহিত কোন লেনদেন করিলে তাহা বেআইনি বলিয়া গণ্য হইবে।

৪৪। বেআইনি অর্থায়ন ব্যবসায় জড়িত ব্যক্তির নিকট রক্ষিত নগদ ও অন্যান্য সম্পদের নিয়ন্ত্রণ -

(১) ধারা ৪৩ এ যাহাই থাকুক না কেন, কোন ব্যক্তি সম্পর্কে ধারা ৪২ অনুযায়ী ঘোষণা প্রকাশিত হইলে উক্ত ব্যক্তির পক্ষে কোন ব্যক্তির দখলে, অধিকারে, তত্ত্বাবধানে বা নিয়ন্ত্রণে রহিয়াছে এমন সকল স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি, শেয়ার, সম্পত্তির স্বত্ব দলিল বা অন্য কোন দলিল বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক নির্ধারিত ব্যক্তির নিকট নির্ধারিত সময় ও পদ্ধতিতে জমা রাখিবে।

(২) উপধারা ১ অনুযায়ী উহাতে উল্লেখিত কোন ব্যক্তি যদি স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি, শেয়ার, সম্পত্তির স্বত্ব দলিল বা অন্য কোন দলিল এই আইনের ধারা ৪২ এর অধীনে প্রদত্ত ঘোষণা প্রকাশিত হওয়ার দুই দিনের মধ্যে জমা রাখিতে ব্যর্থ হয়, তাহা হইলে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে ক্ষমতা প্রাপ্ত কোন ব্যক্তি ব্যবসায় অঙ্গানে প্রবেশ করিতে, উহা তল্লাশি করিতে এবং উক্ত স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি, শেয়ার, সম্পত্তির স্বত্ব দলিল বা অন্য কোন দলিল জব্দ করিয়া উপধারা ১ অনুযায়ী জমা রাখিতে পারিবেন।

৪৫। সম্পদ এবং দায় সংবলিত বিবৃতি দাখিল -কোন ব্যক্তি সম্পর্কে এই আইনের ধারা ৪২ এর অধীন ঘোষণা প্রকাশিত হইবার তিন দিনের মধ্যে বা বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক মঞ্জুরিকৃত বর্ধিত সময়ের মধ্যে উক্ত প্রতিষ্ঠানের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, পরিচালক, উক্ত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের ম্যানেজার, কর্মকর্তা ও প্রতিনিধি এবং উহাদের কোন দাবিদার, তাহার হেফাজতে উক্ত ব্যক্তির যেসকল সম্পদ রক্ষিত রহিয়াছে তৎসম্পর্কে একটি তালিকা সংবলিত বিবৃতি বাংলাদেশ ব্যাংকের নিকট দাখিল করিবে।

৪৬। বেআইনি অর্থায়ন ব্যবসাজনিত অবসায়ন ইত্যাদি -

(১) প্রাকৃতিক ব্যক্তিসত্তা বিশিষ্ট ব্যক্তি (Natural Person) ব্যতীত অন্য সকল ব্যক্তি সর্ম্পকে এই আইনের ধারা ৪২ অনুযায়ী কোন ঘোষণা হইয়া থাকিলে উক্ত ব্যক্তি কোম্পানি আইনের আওতায় অবসায়নযোগ্য অনিবন্ধিত কোম্পানি হিসাবে গণ্য হইবে।

(২) কোন নিবন্ধিত বা অনিবন্ধিত কোম্পানি সম্পর্কে এই আইনের ধারা ৪২ অনুযায়ী কোন ঘোষণা হইয়া থাকিলে উক্ত ঘোষণার তারিখ হইতে ৭(সাত) দিনের মধ্যে বা সরকার কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে বর্ধিত সময়ের মধ্যে উক্ত কোম্পানি অবসায়নের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক হাইকোর্ট বিভাগে আবেদন দাখিল করিতে পারিবে।

(৩) এই আইন এবং কোম্পানি আইনের বিধানাবলির যেই অংশ ফাইন্যান্স কোম্পানির অবসায়নের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য সেই অংশ উপধারা ২ এর অধীন দাখিলকৃত দরখাস্ত এবং উহার নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে।

অষ্টম খণ্ড

প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ, সাময়িক স্থগিতকরণ, পুনর্গঠন ও একত্রীকরণ

৪৭। প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ -

(১) যদি কোন ফাইন্যান্স কোম্পানির বিষয়ে এই মর্মে সন্দেহ করিবার কারণ থাকে যে, উহা গ্রাহকগণের দায়-দায়িত্ব মিটাইতে অসমর্থ অথবা অসমর্থ হইবার আশংকা রহিয়াছে অথবা যখন কোন ফাইন্যান্স কোম্পানি উহার কোন গ্রাহকের পাওনা পরিশোধে ব্যর্থ তখনই সেই ফাইন্যান্স কোম্পানি বাংলাদেশ ব্যাংককে বিষয়টি অবহিত করিবে।

(২) কোন ফাইন্যান্স কোম্পানি উপধারা ১ এর বিধান মোতাবেক উহার ব্যর্থতার বিষয় বাংলাদেশ ব্যাংককে অবহিত করিলে বা না করিলেও বাংলাদেশ ব্যাংকের যদি এই মর্মে বিশ্বাস করিবার কারণ থাকে যে, কোন ফাইন্যান্স কোম্পানি জনস্বার্থ বা আমানতকারীদের স্বার্থ পরিপন্থি পদ্ধতিতে পরিচালিত হইতেছে বা উহার পাওনা পরিশোধে ব্যর্থ বা উহার সংরক্ষিত মূলধন আবশ্যিক মূলধনের শতকরা পঞ্চাশ শতাংশের নিচে নামিয়া গিয়াছে বা এই আইনের কোন বিধান গুরুতর ভাবে লঙ্ঘন করিয়াছে বা লাইসেন্সের শর্ত লঙ্ঘন করিয়াছে বা ফৌজদারি অপরাধ সংঘটন করিয়াছে, তাহা হইলে উক্ত কোম্পানিকে বক্তব্য উপস্থাপনের যুক্তিসংগত সুযোগ প্রদানের পর বাংলাদেশ ব্যাংক নিম্নবর্ণিত সকল বা যে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবেঃ

(ক) উহার অর্থায়ন ব্যবসাসহ এই আইনের অধীনে অনুমোদিত ব্যবসা পরিচালনার বিষয়ে যে কোন নির্দেশ প্রদান;

(খ) উহার পরিচালক পর্ষদ বা কোন কমিটির কার্যধারা পর্যবেক্ষণের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকের কর্মকর্তা শর্তসাপেক্ষে নিয়োগ;

(গ) উহার ব্যবসা সুষ্ঠুভাবে নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনার লক্ষ্যে এক বা একাধিক ব্যক্তিকে উহারই খরচে শর্তসাপেক্ষে নিয়োগ; এবং

(ঘ) উহার ব্যবস্থাপনায় কোন পরিবর্তন প্রয়োজন মনে হইলে উক্ত পরিবর্তন নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কার্যকর করিবার নির্দেশ প্রদান।

(৩) এই ধারার অধীন কোন ফাইন্যান্স কোম্পানির নিয়ন্ত্রণ বা পরিচালনার জন্য নিযুক্ত ব্যক্তির পারিশ্রমিক ও কার্যের শর্তাদি বাংলাদেশ ব্যাংক নির্ধারণ করিবে এবং এইরূপ পারিশ্রমিক ও নিয়ন্ত্রণ বা পরিচালনা বাবদ সকল খরচ সংশ্লিষ্ট ফাইন্যান্স কোম্পানি বহন করিবে।

(৪) এই ধারায় যাহা কিছুই থাকুক না কেন, বাংলাদেশ ব্যাংক উপধারা ১ ও ২ এ উল্লিখিত কারণে যে কোন ফাইন্যান্স কোম্পানির অবসায়নের জন্য হাইকোর্ট বিভাগে আবেদন দাখিল করিতে পারিবে।

৪৮। **সাময়িক স্থগিতকরণ, পুনর্গঠন ও একত্রীকরণ-**

(১) আমানতকারীদের স্বার্থে বা জনস্বার্থে কোন ফাইন্যান্স কোম্পানির ব্যবসায় সাময়িকভাবে স্থগিত রাখিবার প্রয়োজন মনে করিলে, সরকারের সহিত পরামর্শক্রমে, বাংলাদেশ ব্যাংক লিখিত আদেশ দ্বারা অনধিক ছয় মাস মেয়াদের জন্য উক্ত ফাইন্যান্স কোম্পানির ব্যবসায় স্থগিত রাখিবার আদেশ প্রদান করিতে পারিবে।

তবে শর্ত থাকে যে, অনুরূপ মেয়াদ অনধিক আরও ছয় মাস পর্যন্ত বৃদ্ধি করা যাইবে।

(২) উপধারা ১ এর আদেশ বলবৎ থাকাকালে কোন ফাইন্যান্স কোম্পানি বাংলাদেশ ব্যাংকের পূর্বানুমোদন ব্যতীত উহার কোন আমানতকারীর পাওনা বা কোন পাওনাদারের দায় পরিশোধ করিবে না বা অন্য কোন কার্যক্রম পরিচালনা করিবে না।

(৩) এই আইনের অন্য কোন বিধান বা আপাতত বলবৎ অন্য কোন আইনের বিধানকে ক্ষুণ্ন না করিয়া, সাময়িকভাবে ব্যবসায় স্থগিত রাখিবার আদেশের মেয়াদ বলবৎ থাকাকালীন জনস্বার্থে বা উক্ত ফাইন্যান্স কোম্পানির সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতকরণের স্বার্থে-

(ক) কোন ফাইন্যান্স কোম্পানির পুনর্গঠন; বা

(খ) উক্ত কোম্পানিকে অন্য কোন ব্যাংক কোম্পানি বা ফাইন্যান্স কোম্পানির সহিত একত্রীকরণের প্রয়োজন হইলে;

বাংলাদেশ ব্যাংক এতদুদ্দেশ্যে স্কিম প্রণয়ন করিতে পারিবে।

(৪) উপধারা ৩ এ উল্লিখিত স্কিমে নিম্নবর্ণিত এক বা একাধিক বিষয় থাকিতে পারে, যথা:

(ক) পুনর্গঠিত ফাইন্যান্স কোম্পানি বা, ক্ষেত্রমত, গ্রহীতা প্রতিষ্ঠানের নাম, নিবন্ধীকরণ, মূলধন, সম্পদ, ক্ষমতা, অধিকার, স্বার্থ, কর্তৃত্ব, সুবিধা, দায়-দায়িত্ব এবং কর্তব্য;

(খ) পুনর্গঠিত ফাইন্যান্স কোম্পানির বা ক্ষেত্রমত, গ্রহীতা প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা পর্ষদের পুনর্গঠন, পরিচালনা পদ্ধতি, মেয়াদ এবং অন্যান্য শর্তাবলী;

(গ) মূলধন পরিবর্তনের জন্য বা পুনর্গঠন বা একত্রীকরণ কার্যকর করার উদ্দেশ্য পুনর্গঠিত ফাইন্যান্স কোম্পানি বা ক্ষেত্রমত, গ্রহীতা প্রতিষ্ঠানের সংঘ-স্মারক সংশোধন;

(ঘ) উপ-ধারা ১ এর অধীন প্রদত্ত সাময়িক স্থগিত রাখার আদেশের অব্যবহিত পূর্বে সংশ্লিষ্ট ফাইন্যান্স কোম্পানির বিরুদ্ধে গৃহীত অনিস্পন্ন পদক্ষেপ বা কার্যধারা পুনর্গঠিত ফাইন্যান্স কোম্পানি বা ক্ষেত্রমত, গ্রহীতা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক অব্যাহত রাখার বিষয়;

(ঙ) জনস্বার্থে, অথবা ফাইন্যান্স কোম্পানির শেয়ারহোল্ডার, আমানতকারী বা অন্যান্য পাওনাদারগণের স্বার্থে অথবা ফাইন্যান্স কোম্পানির ব্যবসা চালু রাখার স্বার্থে, বাংলাদেশ ব্যাংক যেইরূপ প্রয়োজন মনে করে সেইরূপ উক্ত শেয়ারহোল্ডার, আমানতকারী বা অন্যান্য পাওনাদারগণের প্রাক-পুনর্গঠন বা প্রাক-একত্রীকরণ স্বার্থ বা দাবী হ্রাসকরণ;

(চ) ফাইন্যান্স কোম্পানির পুনর্গঠন অথবা একত্রীকরণের জন্য অন্য কোন নিয়ম ও শর্তাদি; এবং

(ছ) পুনর্গঠন অথবা একত্রীকরণ কার্যকর করার জন্য আবশ্যকীয় বিষয়সমূহ।

(৫) বাংলাদেশ ব্যাংক স্কিমটি অনুমোদনের জন্য সরকারের নিকট প্রেরণ করিবে এবং সরকার কর্তৃক অনুমোদন সাপেক্ষে নির্ধারিত তারিখ হইতে কার্যকর হইবে।

(৬) স্কিম অথবা উহার কোন বিধান কার্যকর হওয়ার তারিখ হইতে নিম্নবর্ণিতদের উপর বাধ্যতামূলকভাবে প্রযোজ্য হইবে:

(ক) ফাইন্যান্স কোম্পানি, গ্রহীতা প্রতিষ্ঠান এবং একত্রীকরণের সহিত সম্পর্কিত অন্য কোন ফাইন্যান্স কোম্পানি;

(খ) সংশ্লিষ্ট ফাইন্যান্স কোম্পানির শেয়ারহোল্ডার, আমানতকারী এবং অন্যান্য পাওনাদার;

(গ) সংশ্লিষ্ট ফাইন্যান্স কোম্পানি এবং গ্রহীতা প্রতিষ্ঠানের কর্মচারী; এবং

(ঘ) সংশ্লিষ্ট ফাইন্যান্স কোম্পানি বা গ্রহীতা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক কোন ভবিষ্য তহবিল বা অন্য কোন তহবিলের ব্যবস্থাপনার সহিত কোন ট্রাস্টি বা সংশ্লিষ্ট ফাইন্যান্স কোম্পানি বা গ্রহীতা প্রতিষ্ঠানে অধিকার বা দায় রহিয়াছে এমন সকল ব্যক্তি।

(৭) স্কিম কার্যকর করিবার ক্ষেত্রে কোন অসুবিধা দেখা দিলে তাহা দূরীকরণে সরকার প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করিবে।

৪৯। বিশেষ ক্ষেত্রে ফাইন্যান্স কোম্পানির একত্রীকরণ ও পুনর্গঠন- কোন ফাইন্যান্স কোম্পানি স্বতঃপ্রণোদিত হইয়া অন্য কোন ফাইন্যান্স কোম্পানি বা ব্যাংক কোম্পানির সহিত একীভূত হইতে চাহিলে অথবা কোন ফাইন্যান্স কোম্পানি নিজের ব্যবসার কিয়দংশ অন্য কোন ব্যাংক কোম্পানি বা ফাইন্যান্স কোম্পানির নিকট হস্তান্তরের মাধ্যমে বা বিদ্যমান দায় সম্পদের পুনর্মূল্যায়নের মাধ্যমে পুনর্গঠিত হইতে চাহিলে বাংলাদেশ ব্যাংকের পূর্বানুমোদনক্রমে কাঙ্ক্ষিত একত্রীকরণ বা পুনর্গঠন করিতে পারিবে।

নবম খন্ড

ফাইন্যান্স কোম্পানি অবসায়ন

৫০। আদালতের মাধ্যমে অবসায়ন-

(১) কোম্পানি আইনে যাহাই থাকুক না কেন কোন ফাইন্যান্স কোম্পানি গৃহীত আমানত বা ঋণ বা কর্জ বা দেনা পরিশোধে অক্ষম হইলে বাংলাদেশ ব্যাংক প্রয়োজন মনে করিলে সরকারের পূর্বানুমোদন সাপেক্ষে উক্ত ফাইন্যান্স কোম্পানির অবসায়নের জন্য এই ধারার অধীন হাইকোর্ট বিভাগে আবেদন করিতে পারিবে।

(২) আদালত কোন ফাইন্যান্স কোম্পানির অবসায়নের আবেদন গ্রহণ করিলে উক্ত ফাইন্যান্স কোম্পানির বিদ্যমান ও অবসায়ন আবেদনে উল্লিখিত বা অবসায়ন প্রক্রিয়া চলাকালীন দায়ী হিসাবে চিহ্নিত সাবেক পরিচালকদের

সকল স্থাবর ও অস্থাবর সম্পদ উক্ত আদালতের আদেশক্রমে অবরুদ্ধ (Freeze) বা ক্রোক (Attachment) হইবে এবং উক্ত আদালতের নির্দেশনা ব্যতিরেকে উহা হস্তান্তর করা যাইবে না।

(৩) কোম্পানি আইনের ধারা ৩২৫(২)(খ) এর বিধান সাপেক্ষে কোন ফাইন্যান্স কোম্পানির অবসায়নের ক্ষেত্রে প্রাকৃতিক ব্যক্তিসত্তা বিশিষ্ট (Natural Person) আমানতকারীগণের দাবি অন্যান্য পাওনাদারের দাবির তুলনায় অগ্রাধিকার পাইবে।

৫১। অবসায়ক নিযুক্তি -কোম্পানি আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন ,কোন ফাইন্যান্স কোম্পানির অবসায়ন কার্যধারায় একজন যোগ্য ব্যক্তিকে (Natural Person) সরকারি অবসায়ক হিসাবে নিযুক্ত করিবার জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক হাইকোর্ট বিভাগের নিকট আবেদন করিবে।

৫২। অবসায়কের কার্যপদ্ধতি- এই আইনের অধীন নিযুক্ত অবসায়ক কোম্পানি আইনের অবসায়ক সম্পর্কিত বিধানাবলি পরিপালন সাপেক্ষে কার্যক্রম পরিচালনা করিবে।

৫৩। ফাইন্যান্স কোম্পানির স্বেচ্ছায় অবসায়ন -

(১) কোম্পানি আইনে ভিন্নতর কোন বিধান থাকা সত্ত্বেও ফাইন্যান্স কোম্পানি উহার পাওনাদারগণের দাবি সম্পূর্ণরূপে পরিশোধ করিতে সক্ষম মর্মে বাংলাদেশ ব্যাংক লিখিতভাবে প্রত্যয়ন না করিলে এই আইনের ধারা ৪(১) এর অধীন লাইসেন্সপ্রাপ্ত কোন ফাইন্যান্স কোম্পানির স্বেচ্ছা অবসায়ন করা যাইবে না; এবং

(২) স্বেচ্ছায় অবসায়নের কার্যধারার কোন পর্যায়ে যদি ফাইন্যান্স কোম্পানি উহার কোন দেনা পরিশোধে ব্যর্থ হয়, তাহা হইলে হাইকোর্ট বিভাগ কোম্পানি আইনের বিধান ক্ষুণ্ন না করিয়া বাংলাদেশ ব্যাংকের আবেদনক্রমে উক্ত কোম্পানির অবসায়নের জন্য আদেশ প্রদান করিতে পারিবে।

৫৪। ফাইন্যান্স কোম্পানি এবং পাওনাদারগণের মধ্যে আপোষ নিষ্পত্তি ব্যবস্থা -এই আইনের কোন বিধান বা বর্তমানে বলবৎ অন্য কোন আইনে ভিন্নতর বিধান থাকা সত্ত্বেও ,হাইকোর্ট বিভাগ ফাইন্যান্স কোম্পানি এবং উহার সদস্য বা পাওনাদারগণের মধ্যে কোন আপোষ নিষ্পত্তি বা বিশেষ ব্যবস্থা অনুমোদন করিবে না বা অনুরূপ কোন নিষ্পত্তি বা বিশেষ ব্যবস্থায় কোন সংশোধন অনুমোদন করিবে না, যদি না বাংলাদেশ ব্যাংক এই মর্মে প্রত্যয়ন করে যে, উক্ত নিষ্পত্তি, বিশেষ ব্যবস্থা বা উহাদের সংশোধন কার্যকর করিবার অযোগ্য নহে এবং সংশ্লিষ্ট কোম্পানির পাওনাদারগণের স্বার্থের পরিপন্থি নহে।

দশম খণ্ড

জরিমানা, অপরাধ ও দন্ড

৫৫। জরিমানা -এই আইন ও ইহার অধীন কতিপয় বিধান লঙ্ঘনের জন্য দোষী ব্যক্তির বিরুদ্ধে বাংলাদেশ ব্যাংক নিম্নরূপ এক বা একাধিক জরিমানা আরোপ করিতে পারিবেঃ

(১) কোন ব্যক্তি এই আইনের অধীন প্রদত্ত লাইসেন্সের শর্ত পূরণ করিতে ব্যর্থ হইলে উহাকে অনধিক পঞ্চাশ লক্ষ টাকা এবং দোষী সাব্যস্ত হইবার পরও সংশ্লিষ্ট শর্ত পূরণে ব্যর্থ হইলে প্রতিদিনের ব্যর্থতার জন্য এক লক্ষ টাকা;

(২) কোন ব্যক্তি এই আইনের অধীন লাইসেন্সের জন্য পেশকৃত আবেদনে ইচ্ছাকৃতভাবে মিথ্যা বা বিভ্রান্তিকর তথ্য প্রদান করিলে অনধিক দশ লক্ষ টাকা;

(৩) এই আইনের ধারা ৬ এর বিধান লঙ্ঘন করিয়া কোন ফাইন্যান্স কোম্পানি ব্যবসা কেন্দ্র বা অফিস খুলিলে বা বিদ্যমান ব্যবসা কেন্দ্র বা অফিসের স্থান পরিবর্তন করিলে উহার যে সকল পরিচালক বা কর্মকর্তা উক্ত ব্যবসা কেন্দ্র বা অফিস খোলা বা স্থান পরিবর্তনের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত ছিলেন তাহাদের প্রত্যেককে দুই লক্ষ টাকা হইতে অনধিক বিশ লক্ষ টাকা;

(৪) কোন ব্যক্তি এই আইনের ধারা ১৪, ১৫ (১, ২, ৪ ও ৫), ১৬, ১৭ ও ১৮ এর বিধান লঙ্ঘন করিলে তাহাকে দুই লক্ষ টাকা হইতে অনধিক দশ লক্ষ টাকা;

(৫) কোন ব্যক্তি এই আইনের ধারা ১৫(৩) এর বিধান অনুযায়ী অযোগ্য হওয়া সত্ত্বেও উহার বিধান লঙ্ঘন করিয়া যদি কোন ফাইন্যান্স কোম্পানির সহিত সম্পৃক্ত থাকেন, তাহা হইলে তাহাকে অন্যূন দশ লক্ষ টাকা হইতে সর্বোচ্চ এক কোটি টাকা;

(৬) কোন ফাইন্যান্স কোম্পানি এই আইনের ধারা ২৫ এর বিধান লঙ্ঘন করিয়া ঋণ সুবিধা প্রদান করিলে উহার যে সকল পরিচালক বা কর্মকর্তা উক্ত ঋণ সুবিধা প্রদানের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত ছিলেন তাহাদের প্রত্যেকে যৌথভাবে বা পৃথকভাবে পাঁচ লক্ষ টাকা অথবা উক্ত ঋণ সুবিধার পরিমাণ, এই দুইয়ের মধ্যে যাহা বেশি সেই পরিমাণ টাকা;

(৭) কোন ফাইন্যান্স কোম্পানির কোন পরিচালক, ব্যবস্থাপক, নিরীক্ষক, দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি, কর্মকর্তা বা কর্মচারী ইচ্ছাকৃতভাবে যদি উক্ত প্রতিষ্ঠানের হিসাববহি, হিসাব, প্রতিবেদন, ব্যবসা সংক্রান্ত কাগজ বা অন্যান্য দলিলে, অতঃপর উক্ত দলিল বলিয়া উল্লিখিত, মিথ্যা কিছু সংযোজন করেন বা করিতে সাহায্য করেন বা উক্ত দলিলের কিছু গোপন বা নষ্ট করেন, তাহাকে এক লক্ষ টাকা হইতে অনধিক দশ লক্ষ টাকা;

(৮) যদি কোন ব্যক্তি এই আইনের কোন বিধানের প্রয়োজন মোতাবেক বা উহার অধীন বা উহার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, তলবকৃত বা দাখিলকৃত কোন বিবরণ, প্রতিবেদন বা অন্যান্য দলিলে ইচ্ছাকৃতভাবে মিথ্যা তথ্য প্রদান করেন, অথবা অনুরূপ কোন বিবরণ, প্রতিবেদন বা দলিলে ইচ্ছাকৃতভাবে কোন প্রয়োজনীয় তথ্য প্রদান না করেন, তাহা হইলে এক লক্ষ টাকা হইতে অনধিক দশ লক্ষ টাকা;

(৯) এই আইনের ধারা ৩১ এর বিধান লঙ্ঘন করিয়া সুদ বা মুনাফা মওকুফ করিলে উহার যে সকল পরিচালক বা কর্মকর্তা উক্ত কার্যে জড়িত ছিলেন তাহারা প্রত্যেকে যৌথভাবে বা পৃথকভাবে দশ লক্ষ টাকা অথবা উক্তরূপ মওকুফজনিত আর্থিক ক্ষতির পরিমাণ, এই দুইয়ের মধ্যে যাহা বেশি সেই পরিমাণ টাকা;

(১০) এই আইনের ধারা ৩৬(২) এর অধীন পরিদর্শনকালে ফাইন্যান্স কোম্পানি সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি কোন বহি, হিসাবনিকাশ ও অন্যান্য দলিল দাখিল অথবা কোন তথ্য সরবরাহ করিতে অথবা ব্যবসায় সংক্রান্ত কোন প্রশ্নের জবাব দিতে অসম্মত হন, তাহা হইলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে দশ হাজার টাকা হইতে অনধিক দশ লক্ষ টাকা;

(১১) কোন ফাইন্যান্স কোম্পানি এই আইনের ধারা ২৪ এর বিধান লঙ্ঘন করিয়া আমানত গ্রহণ করিলে যে সকল ব্যক্তি (Natural Person) উক্ত আমানত গ্রহণের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত ছিলেন তাহাদের প্রত্যেককে উক্ত আমানতের দ্বিগুণ পরিমাণ টাকা;

(১২) কোন ফাইন্যান্স কোম্পানি এই আইনের ধারা ৯ মোতাবেক নগদ তহবিল ও তরল সম্পদ সংরক্ষণে ব্যর্থ হইলে উহাকে প্রতিদিনের ঘাটতির অনধিক এক শতাংশ হারে জরিমানা;

(১৩) কোন ফাইন্যান্স কোম্পানি এই আইনের ধারা ৪৭(২) এর অধীন বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক গৃহীত ব্যবস্থা অমান্য করিলে উহাকে দশ লক্ষ টাকা হইতে অনধিক বিশ লক্ষ টাকা;

(১৪) এই আইনের ধারা ৪১ এর অধীন তদন্তকালে অর্থায়ন ব্যবসায় নিয়োজিত সন্দেহভাজন ব্যক্তি তদন্তকার্যে অসহযোগিতা করিলে ঐ ব্যক্তিকে দশ লক্ষ টাকা হইতে পঞ্চাশ লক্ষ টাকা; এবং

(১৫) এই আইনের অধীনে জারিকৃত অন্য কোন বিধান বা নির্দেশ অমান্য করিলে ন্যূনতম এক লক্ষ টাকা হইতে অনধিক দশ লক্ষ টাকা।

৫৬। জরিমানা আরোপ ও আদায় প্রক্রিয়া-

(১) এই আইনের ধারা ৫৫ এর অধীন কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে মামলা না করিয়া বাংলাদেশ ব্যাংক জরিমানা আরোপ করিতে চাহিলে জরিমানা আরোপের পূর্বে সংঘটিত অনিয়ম বর্ণনাপূর্বক কেন জরিমানা আরোপ করা হইবে না সেই মর্মে কারণ দর্শানোর যুক্তি সঙ্গত সুযোগ প্রদান করিতে হইবে।

(২) এই আইনের অধীনে আরোপিত জরিমানা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে পরিশোধ করিতে বাধ্য থাকিবে এবং উক্ত সময়ের মধ্যে আরোপিত জরিমানা পরিশোধ না করিলে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাংকে রক্ষিত সংশ্লিষ্ট ফাইন্যান্স কোম্পানির হিসাব হইতে বিনা নোটিশে বিকলনের মাধ্যমে আদায় করিতে পারিবে।

(৩) বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে আরোপিত জরিমানা পরিশোধ না করিলে বা পরিশোধে ব্যর্থ হইলে তাহা এই আইনের ৫৭(২) ধারা অনুযায়ী অপরাধ বলিয়া বিবেচিত হইবে।

৫৭। অপরাধ -এই আইনের আওতায় নিম্নবর্ণিত কার্যকলাপ ফৌজদারি অপরাধ হিসাবে গণ্য হইবেঃ

(১) যদি কোন ব্যক্তি এই আইনের অধীন লাইসেন্সপ্রাপ্ত না হইয়া বা প্রাপ্ত লাইসেন্স বাতিল হইবার পর কিংবা মিথ্যা পরিচয় প্রদানপূর্বক অর্থায়ন ব্যবসা পরিচালনা করেন; এবং

(২) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, কোন ব্যক্তি এই আইনের কোন ধারা বা উপধারা বা বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক জারিকৃত বিধি-বিধান বা নির্দেশনা লঙ্ঘন করেন বা উক্তরূপ লঙ্ঘনে সহায়তা করেন।

৫৮। দন্ড-

(১) ধারা ৫৭ এর উপধারা ১ এ বর্ণিত অপরাধ সংঘটন করিলে তজ্জন্য ঐ ব্যক্তি অন্যূন সাত বৎসর সশ্রম কারাদন্ড বা অনধিক পঞ্চাশ লক্ষ টাকা অর্থদন্ড বা উভয় দন্ডে দন্ডিত হইবে।

(২) ধারা ৫৭ এর উপধারা ২ এ বর্ণিত অপরাধ সংঘটন করিলে অন্যূন পাঁচ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড বা অনধিক ত্রিশ লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবে।

৫৯। অপরাধের বিচার -

(১) এই আইনের অধীন সংঘটিত অপরাধসমূহের তদন্ত, বিচার, আপিল এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয়ে ফৌজদারি কার্যবিধির বিধানাবলি প্রযোজ্য হইবে।

(২) বাংলাদেশ ব্যাংক বা বাংলাদেশ ব্যাংক হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন কর্মকর্তার লিখিত অভিযোগ ব্যতিরেকে এই আইনের অধীন কোন অপরাধ বিচারের জন্য গ্রহণ করা যাইবে না এবং উক্ত অপরাধসমূহ আপসযোগ্য এবং অজামিনযোগ্য হইবে।

৬০। আপোষ করার ক্ষমতা- বাংলাদেশ ব্যাংক এই আইনের আওতায় শাস্তিযোগ্য অপরাধসমূহের ক্ষেত্রে মামলা দায়েরের পূর্বে বা পরে উক্ত অপরাধসমূহের বিষয়ে আপোষ করিতে পারিবে।

একাদশ খণ্ড

বিবিধ

৬১। বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্দেশ প্রদানের ক্ষমতা-

(১) জনস্বার্থ বা আমানতকারীদের স্বার্থ রক্ষা বা ফাইন্যান্স কোম্পানিসমূহের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক-

(ক) সকল ফাইন্যান্স কোম্পানি বা কোন নির্দিষ্ট ফাইন্যান্স কোম্পানি বা কোন নির্দিষ্ট শ্রেণির ফাইন্যান্স কোম্পানির জন্য ঋণ শ্রেণিকরণ ও সঞ্চিতি সংরক্ষণ, ঋণের সুদ বা মুনাফা মওকুফ, পুনঃতফসিলিকরণ কিংবা পুনর্গঠনসংক্রান্ত বিষয়ে নির্দেশনা প্রদান করিতে পারিবে যাহা সংশ্লিষ্ট ফাইন্যান্স কোম্পানি বাধ্যতামূলকভাবে অনুসরণ করিবে;

(খ) এই আইনের ধারা ৩৬ মোতাবেক কোন পরিদর্শন চলাকালে বা উহা সমাপ্ত হইবার পর বা কোন বিশেষ পরিস্থিতি বিবেচনায়, লিখিত আদেশ দ্বারা এবং উহাতে উল্লিখিত শর্তাধীনে কোন ফাইন্যান্স কোম্পানির বিষয়াবলি বা উহা হইতে উদ্ভূত কোন বিষয় বিবেচনার জন্য উহার পরিচালকগণের সভা আহ্বান করিতে বা অনুরূপ কোন বিষয় সম্পর্কে বাংলাদেশ ব্যাংকের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার সহিত আলোচনা করিতে ফাইন্যান্স কোম্পানিকে নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে;

(গ) সকল বা নির্দিষ্ট কোন ফাইন্যান্স কোম্পানিকে কোন নির্দিষ্ট বা নির্দিষ্ট শ্রেণির লেনদেনে চুক্তিবদ্ধ হইবার বিরুদ্ধে সতর্ক বা নিষেধ করিতে পারিবে; এবং

(ঘ) সকল বা নির্দিষ্ট কোন ফাইন্যান্স কোম্পানিকে উহাদের বা উহার ব্যবসায় সংক্রান্ত যে কোন বিষয়ে নির্দিষ্ট কোন কার্যক্রম গ্রহণ করিবার বা না করিবার জন্য নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে।

(২) বাংলাদেশ ব্যাংক আদেশ দ্বারা সকল অথবা নির্দিষ্ট কোন ফাইন্যান্স কোম্পানির জন্য নিম্নরূপ বিষয়ে নির্দেশ জারি করিতে পারিবে-

(ক) ফাইন্যান্স কোম্পানি সংশ্লিষ্ট নীতির উৎকর্ষ সাধন;

(খ) ফাইন্যান্স কোম্পানির নিজের বা উহার আমানতকারীদের স্বার্থের পরিপন্থি কার্যকলাপ প্রতিরোধ;

(গ) বিভিন্ন শ্রেণির আমানতের উপর প্রদেয় সুদ বা মুনাফার সর্বোচ্চ হার;

(ঘ) বিভিন্ন শ্রেণির ঋণের উপর আরোপযোগ্য সুদ বা মুনাফা বা ভাড়ার সর্বোচ্চ হার;

(ঙ) ফাইন্যান্স কোম্পানির যথাযথ ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতকরণ; এবং

(চ) জনস্বার্থে বা মুদ্রানীতির উৎকর্ষ সাধনে অন্যান্য বিষয়।

(৩) বাংলাদেশ ব্যাংক প্রযোজ্য ক্ষেত্রে উপধারা ১ ও ২ এর অধীন প্রদত্ত নির্দেশ পরিবর্তন বা পরিমার্জন বা পরিবর্ধন বা বাতিল করিতে পারিবে।

৬২। আমানতকারীর প্রতিনিধি মনোনয়ন -

(১) ফাইন্যান্স কোম্পানির নিকট রক্ষিত কোন আমানত একক ব্যক্তি বা যৌথভাবে একাধিক ব্যক্তির নামে জমা থাকিলে উক্ত একক আমানতকারী বা যৌথ আমানতকারীগণের সকলের মৃত্যুর পর তাহার বা তাহাদের মনোনীত ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গকে আমানতের টাকা প্রদান করা যাইবে। তবে আমানতকারীগণ যে কোন সময় মনোনীত ব্যক্তির মনোনয়ন বাতিলপূর্বক অন্য কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গকে মনোনীত করিতে পারিবেন।

(২) উপধারা ১ এর অধীনে মনোনীত কোন ব্যক্তি নাবালক থাকা অবস্থায় উক্ত একক আমানতকারীর বা যৌথ আমানতকারীগণের মৃত্যুর ক্ষেত্রে আমানতের টাকা কে বা কাহারা গ্রহণ করিবে তৎসম্পর্কে উক্ত একক আমানতকারী বা যৌথ আমানতকারীগণ নির্দিষ্ট করিয়া দিতে পারিবে।

(৩) আমানতি অর্থ পরিশোধে মনোনয়ন ও আমানতের দাবি সংক্রান্ত অন্যান্য বিষয়ে বাংলাদেশ ব্যাংক নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে।

৬৩। ফাইন্যান্স কোম্পানির নাম পরিবর্তন- বাংলাদেশ ব্যাংকের লিখিত পূর্বানুমোদন ব্যতীত কোন ফাইন্যান্স কোম্পানি উহার নাম পরিবর্তন করিতে পারিবে না।

৬৪। ফাইন্যান্স কোম্পানির সংঘ স্মারক ও সংঘ বিধি পরিবর্তন- বাংলাদেশ ব্যাংকের লিখিত পূর্বানুমোদন ব্যতীত কোন ফাইন্যান্স কোম্পানি উহার সংঘ স্মারক বা সংঘবিধি পরিবর্তন করিতে পারিবে না। বাংলাদেশ ব্যাংক প্রয়োজনে ফাইন্যান্স কোম্পানির সংঘ স্মারক বা সংঘবিধি পরিবর্তন করিতে নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে।

৬৫। কতিপয় ক্ষতিপূরণের দাবি নিষিদ্ধ কোন -ফাইন্যান্স কোম্পানি কর্তৃক এই আইনের বিধানাবলি পরিপালনের কারণে কোন ব্যক্তির কোন চুক্তি বা অন্য কোন ভিত্তিতে উদ্ভূত অধিকার ক্ষুণ্ন হইলে তজ্জন্য তিনি ক্ষতিপূরণ দাবি করিতে পারিবেন না।

৬৬। **বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা** -এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সরকার গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে।

৬৭। **প্রবিধান প্রণয়নের ক্ষমতা-** এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে বাংলাদেশ ব্যাংক সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে প্রবিধান প্রণয়ন করিতে পারিবে।

৬৮। **কতিপয় ক্ষেত্রে অব্যাহতি প্রদানের ক্ষমতা** -বাংলাদেশ ব্যাংক ,সরকারের সহিত পরামর্শক্রমে ,সরকারি গেজেট প্রজ্ঞাপন দ্বারা ঘোষণা করিতে পারিবে যে, এই আইনের সকল বা বিশেষ বিধান ,কোন নির্দিষ্ট ফাইন্যান্স কোম্পানি বা সকল ফাইন্যান্স কোম্পানির ক্ষেত্রে, তৎকর্তৃক নির্ধারিত শর্তসাপেক্ষে, সাধারণভাবে বা প্রজ্ঞাপনে নির্ধারিত কোন মেয়াদকালে প্রযোজ্য হইবে না।

৬৯। **সরল বিশ্বাসে সম্পাদিত কার্য-** এই আইনের অধীন সরল বিশ্বাসে সম্পাদিত কার্য বা কার্য সম্পাদনের উদ্যোগ গ্রহণের ফলে কোন ব্যক্তি ক্ষতিগ্রস্ত হইলে বা তাহার ক্ষতিগ্রস্ত হইবার আশংকা থাকিলে তজ্জন্য সরকার বা বাংলাদেশ ব্যাংকের বিরুদ্ধে বা উহাদের কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারীর বিরুদ্ধে বা ধারা ২০(২) এর আওতায় বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক নিয়োগকৃত ব্যক্তির বিরুদ্ধে কোন দেওয়ানি বা ফৌজদারি মামলাদায়ের বা অন্য কোন আইনগত কার্যধারা গ্রহন করা যাইবে না।

৭০। **রহিতকরণ ও হেফাজত -**

(১) আর্থিক প্রতিষ্ঠান আইন, ১৯৯৩ (১৯৯৩ খ্রিষ্টাব্দের ২৭ নং আইন) এতদ্দ্বারা রহিত করা হইল।

(২) উপধারা ১ এর অধীনে রহিতকরণ সত্ত্বেও রহিতকৃত উক্ত আইনের অধীনে সম্পাদিত সকল কিছু বা তাহার অধীন প্রদত্ত ক্ষমতাবলে গৃহীত সকল ব্যবস্থা এই আইনের অধীনে সম্পাদিত, প্রণীত, কৃত বা গৃহীত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

৭১। **ইংরেজিতে অনূদিত পাঠ প্রকাশ-**

(১) এই আইন প্রবর্তনের পর সরকার, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই আইনের ইংরেজিতে অনূদিত একটি নির্ভরযোগ্য পাঠ (Authentic English Text) প্রকাশ করিবে।

(২) বাংলা ও ইংরেজী পাঠের মধ্যে বিরোধের ক্ষেত্রে বাংলা পাঠ প্রাধান্য পাইবে।